বাংলা বানানের নিয়ম

[সংগ্রহে: মোজাহিদুল ইসলাম]
FB: https://www.facebook.com/mojahid.zihad

১। : বাংলা বানান:

গোপনীয় কথা

‘গোপন কথা’ বলবে না আর
গোপনীয় কথা
‘নিশ্চয় তা’ লিখব না আর
‘নিশ্চিত’ রূপ তথা।

‘সৌজন্যতা’ কেন গো সই
সৌজন্যেই ভালো
‘নির্দোষী’ নয় ‘নির্দোষ’ হলেই
জ্বলবে মনে আলো।

‘ব্যাকুল চিত্তে’ দেখতে পেলাম
‘ব্যাকুলিত’ ভুল
‘একত্রিত’ ‘সশঙ্কিত’
এরাও তাদের তুল।

‘মুখরিত’ ‘মুখর’ হবে
সবিনয়ে বলছি
চর্চা ছাড়া খুলবে না জট
ভুলে-ভালেই চলছি।

মন্তব্য: কিছু শব্দ বাক্যে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শব্দগুলোকে বিশেষ্য ভেবে বিশেষণ করতে গিয়ে সাধারণত ভুল হতে পারে। যেমন- ‘আবশ্যক’ বিশেষ্য শব্দটিকে অনেকেই ‘আবশ্যকীয়’ লিখে থাকেন, যা ভুল। তেমনি, নিশ্চয় না নিশ্চিত হবে। তদ্রুপ-নিরোগী>নিরোগ, আকুলিত> আকুল, উদ্বেলিত> উদ্বেল, একত্রিত> একত্র, সকরুণ>করুণ, মুখরিত>মুখর, সশঙ্কিত> শঙ্কিত, সবিনয় পূর্বক> সবিনয়ে,

সকাতর>কাতর, নিশ্চয়> নিশ্চিত, গোপন কথা> গোপনীয় কথা, আবশ্যক নেই> আবশ্যকতা নেই, সৌজন্যতা> সৌজন্য, নির্দোষী>নির্দোষ, ব্যাকুলিত>ব্যাকুল ইত্যাদি।-

#দীর্ঘ ঈ-কার থাকবে বেঁচে

গুণী, গৃহী, শিল্পী, জ্ঞানী
বিলাসীদের লিখতে
দীর্ঘ ঈ-কার যোগে এবার
বানান হবে শিখতে।

এদের সাথে প্রণয়ী আর
বিরহীদের রেখে
মেধাবীরাও বাদ যাবে না
প্রবাসীদের দেখে।

দুঃখ নিয়েই দুঃখী বাঁচে
ভোগের মাঝে ভোগী
দীর্ঘ ঈ-কার থাকবে বেঁচে
হোক না যতই রোগী।

মন্তব্যঃ গুণী, গৃহী, শিল্পী, জ্ঞানী, বিলাসী, প্রণয়ী, বিরহী, মেধাবী, প্রবাসী, দুঃখী, ভোগী ইত্যাদি তৎসম শব্দে ব্যক্তি বা পুরুষ বোঝাতে ঈ-কার বসে।

#কিছু শব্দ আছে যেগুলোর উৎপত্তিগত মিল থাকলেও ব্যবহারে কিংবা বিশেষ্য থেকে বিশেষণ হওয়ার কারণে বানানের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন-
শ্বশুর কিন্তু শাশুড়ি(শ্বশুরের ব-ফলা আছে কিন্তু শাশুড়ির নেই), পুকুরের পাড় কিন্তু নদী কিংবা সাগরের পার, বিদ্যা কিন্তু বিদ্বান, অন্তঃস্থ অর্থ ভিতরে কিন্তু অন্তস্থ অর্থ শেষে, জ্যেষ্ঠ অর্থ বড় কিন্তু জ্যৈষ্ঠ অর্থ মাস।-

#অতৎসম শব্দে ষ এর ব্যবহার
অতৎসম শব্দে ‘ণ’ এর ব্যবহার এখন আর নেই।* বাংলা একাডেমির প্রমিত নিয়মে

স্পষ্ট বিধান বলা হয়েছে "অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা হবে না।" কিন্তু ষ এর ক্ষেত্রে এমন কোন কঠিন নিয়ম করা যায় নি। এর সঙ্গত কারণও আছে। বিভিন্ন অর্ধতৎসম ও তদ্ভব শব্দে ষ এমনভাবে মিশে আছে, যে এসব শব্দ হতে ষ আর কিছুতেই পরিহার করা যায় না। তাই তৎসম নয়, এমন বহু শব্দে ষ বহাল তবিয়তে বিরাজ করছে। এই প্রসঙ্গে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয়:

১। সংস্কৃত শব্দের কোমল রূপে ষ বহাল থাকে। যেমন বর্ষা> বরষা, হর্ষ> হরষ।

২। তৎসম শব্দের যুক্তাক্ষর রূপে ষ থাকলে, তদ্ভবে একই যুক্তাক্ষর বা ষ যুক্ত অন্য একটি যুক্তাক্ষর হতে পারে। স্পষ্ট>পষ্ট, তৃষ্ণা> তেষ্টা, কৃষ্ণ> কেষ্টা, বিষ্ণু>বিষ্টু, বৈষ্ণব> বোষ্টম।

৩। তৎসমে ণ থাকলে তদ্ভবে ন হয়। যেমন কর্ণ>কান, স্বর্ণ>সোনা। কিন্তু ষ থাকলে তদ্ভবেও ষ থাকে। যেমন আমিষ>আঁষ, ষণ্ড>ষাঁড়, সুনিষণ্ণক>সুষনি

৪। বাংলা সংখ্যাবাচক ষোল, ষাট ইত্যাদি শব্দে অবিসংবাদিতভাবে ষ হয়।

৫। আধুনিক বাংলা ক্রিয়াপদে ণ হয় না**, কিন্তু ষ হতে পারে। যেমন পোষা, মুষড়ে পড়া, শুষে নেয়া ইত্যাদি।

৬। বিদেশি শব্দে বাংলা একাডেমি ষ এর প্রয়োজন নেই বলে মত দিয়েছেন। কিন্তু ণ এর মত কোন কঠিন নিষেধাজ্ঞা নেই। ণ এর জন্য বলা হয়েছে "অতৎসম শব্দের বানানে ণ ব্যবহার করা হবে না।" আর ষ এর জন্য বলা হয়েছে "বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে 'ষ' ব্যবহারের প্রয়োজন নেই।" তবে ইংরেজির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স অথবা শ ব্যবহারের নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে। আমার জানামতে ষ দিয়ে লেখা হয় এমন অন্তত একটি বিদেশি শব্দ আছে, তা হল ষড়। এই শব্দটি ফারসি শলাহ্ থেকে এসেছে যার অর্থ চক্রান্ত।

শেষকথা, ষ বর্ণটি ণ এর মত শুধু সংস্কৃতে সীমাবদ্ধ নয়। তাই অতৎসম শব্দে ষ এর ব্যবহার নিয়ে যেন কোন দ্বিধায় আমরা না পড়ি।

*বাংলা একাডেমি বিদেশি তথা সকল অতৎসম শব্দে ণ বর্জন করেছেন। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বাঙ্গালা বানানের নিয়মে বলা হয়েছে "অ-সংস্কৃত শব্দে কেবল 'ন' হইবে, যথা- কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার। কিন্তু যুক্তাক্ষর ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ চলিবে, যথা ঘুণ্টি, লণ্ঠন, ঠাণ্ডা।"। বাংলা একাডেমি এর মতে লন্ঠন, ঠান্ডা ইত্যাদি বানান প্রমিত।

**প্রাচীন বাংলা ক্রিয়াপদে ণ দেখা যায়। যেমন "লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জাণ" (চর্যাপদ), অর্থ লুই বলছেন গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।- Shahidul Hoque

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
নিন্ম লিখিত শব্দের ক্ষেত্রে আমরা ঈ-কার যুক্তে লিখে থাকি। এই সব শব্দের ক্ষেত্রে মূলত ই-কার যোগে লিখা হয়ে থাকে। যেমন : গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি, শাড়ি, তরকারি, জাপানি, ইরানি, হিন্দি, ফিরিঙ্গি, ছুরি, টুপি, সরকারি, মাস্টারি, মালি, পাগলামি, পাগলি, দিঘি, রেশমি পাখি, ফরিয়াদি, আসামি, বে-আইনি, ছড়ি, কুমির, নানি, দাদি, বিবি, মামি, চাচি, মাসি, পিসি, দিদি, বুড়ি, ছুঁড়ি, নিচু ইত্যাদি।
অনুরুপ ভাবে "আলি" প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন : খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হেঁয়ালি ইত্যাদি।

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
বিশেষণের মজার খেলা

বিশেষ্য পদের শেষ বর্ণে
দীর্ঘ ঈ-কার এলে
সহজ করে বলতে পারি
বিশেষণ পদ মেলে।

রাগ থেকে হয় রাগী তখন
দুঃখ থেকে দুঃখী
পাপের ফলে পাপী হলেও
সুখ থেকে হয় সুখী।

কর্ম থেকে কর্মী হবে
ঋণ হয়ে যায় ঋণী
দীর্ঘ ঈ-কার দেখে যেন
বিশেষণ পদ চিনি।

বিশেষণের শেষে যদি
তত্ত্ব ত্ব তা দেখি
দীর্ঘ ঈ-কার বদলে যেন
হ্রস্ব ই-কার লেখি ।

একাকী আর একাকিত্ব
দায়িত্বটাও তাই
প্রাণী থেকে প্রাণিতত্ত্ব
সঙ্গিনীকেও পাই।

বিশেষণের মজার খেলা
খেলবো মোরা বুঝে
দীর্ঘ ঈ-কার হ্রস্ব ই-কার
বর্ণ শেষে খুঁজে।

মন্তব্য:
০১) বিশেষ্য পদের শেষ বর্ণে সাধারণত দীর্ঘ ঈ-কার যোগ করলে বিশেষণ পদ তৈরি হয়।
যেমন-
উৎসাহ + ী= উৎসাহী
ঋণ + ী = ঋণী
কর্ম + ী = কর্মী
ক্রোধ +ী = ক্রোধী
দুঃখ + ী = দুঃখী
বিরোধ +ী = বিরোধী
ভোগ + ী = ভোগী
সুখ + ী = সুখী
হিসাব + ী = হিসাবী ইত্যাদি।

০২) কোন বিশেষণ শব্দের শেষে যদি দীর্ঘ ঈ-কার থাকে এবং তার পরে যদি ত্ব/তা/ণী/নী/সভা/ পরিষদ/ভাব/ভাবে/ তত্ত্ব/ বিদ্যা/ জগৎ/বাচক ইত্যাদি শব্দ যোগ করতে চাই, তাহলে ঐ শব্দের শেষের দীর্ঘ-কার হ্রস্ব ই-কার হয়ে যাবে। একই উপায়ে কোন শব্দ থেকে উল্লিখিত কথাগুলো বাদ গেলে শব্দের হ্রস্ব ই-কার দীর্ঘ ঈ-কার হয়ে যাবে।

যেমন-
অধিকারী কিন্তু অধিকারিত্ব
একাকী কিন্তু একাকিত্ব
মন্ত্রী কিন্তু মন্ত্রিত্ব/মন্ত্রিপরিষদ/মন্ত্রিসভা
স্থায়ী কিন্তু স্থায়িত্ব
উপকারী কিন্তু উপকারিতা
সহগামী কিন্তু সহগামিতা
মনোযোগী কিন্তু মনোযোগিতা
প্রতিযোগী কিন্তু প্রতিযোগিতা
অধিকারী কিন্তু অধিকারিণী
সঙ্গী কিন্তু সঙ্গিনী
প্রাণী কিন্তু প্রাণিবিদ্যা/ প্রাণিতত্ত্ব/প্রাণিজগৎ/প্রাণিবাচক ইত্যাদি।

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
সন্ধিমূলেও য-ফলা হয়
নিয়ম জেনে লিখবে
একটুখানি চর্চা করে
এসব নিয়ম শিখবে।

ই-কার কিংবা ঈ-কারের
পরে যদি দেখো
ভিন্ন স্বরের যোগ হয়েছে
য-ফলাটা লেখো।

য-ফলাটা পূর্ববর্তী
ব্যঞ্জনেতে থাকবে
ইতি আদি ইত্যাদিতে
একই নিয়ম রাখবে।

অতি অন্ত অত্যন্ত হয়
প্রত্যহ তাই লিখি
প্রত্যাশাতে ভুল হবে না
আমরা যদি শিখি।

মন্তব্য :
ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই ও ঈ ভিন্ন অন্য স্বর থাকলে ই বা ঈ য-ফলা হয়।
য-ফলা লেখার সময় পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে লেখা হয়।

যেমন- অতি+ অন্ত = অত্যন্ত (ই+অ = য+অ)
ইতি+ আদি = ইত্যাদি (ই+ অ = য+আ)
অতি+ উক্তি = অত্যুক্তি (ই+ উ = য+ উ)
প্রতি+ ঊষ = প্রত্যূষ (ই+ঊ = য+ঊ)
প্রতি+ এক = প্রত্যেক(ঈ = এ = য+এ)
এরূপ, প্রত্যহ, অত্যাধিক, প্রত্যাশা, আদ্যন্ত, যদ্যাপি, পর্যন্ত, অভ্যুত্থান, অত্যাশ্চর্য,
প্রত্যুপকার ইত্যাদি।
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

বানান বানান খেলা

সন্ধি কিংবা সমাস যোগে

শব্দ হলে সৃষ্ট
জেনে গেছি আর হবে না
ণত্ব তাতে দৃষ্ট।

অগ্রনেতা অগ্রনায়ক
বহির্গমন হলে
সর্বনাম আর দুর্নিবারেও
একই নিয়ম চলে।

ত্রিনয়নে লক্ষ্য করি
মূর্ধন্য-ণ নেই
সমাসবদ্ধ শব্দ এটা
জানে অনেকেই।

অগ্রহায়ণ অগ্রণী আর
গ্রামীণের বেলায়
একপদে তা গণ্য হবে
বানান বানান খেলায়।

মন্তব্য: উপসর্গ,সন্ধি বা সমাস যোগে গঠিত শব্দে ণত্ব বিধানের সাধারণ নিয়ম প্রযোজ্য নয়।যেমন- দুর্নাম, দুর্নীতি, ত্রিনয়ন, অগ্রনেতা, অগ্রনায়ক, সর্বনাম, দুর্নিবার, অহর্নিশ, চিরনিন্দা, চারুনেত্র, বহির্গমন ইত্যাদি। তবে লক্ষণীয় যে, অগ্রহায়ণ মাসের নাম বলে সাধিত শব্দ হওয়া সত্ত্বেও তা একপদ/শব্দরূপে গণ্য। আরো লক্ষণীয় যে, সাধিত শব্দ হওয়া সত্ত্বেও অগ্রণী, গ্রামীণ ইত্যাদি শব্দে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহৃত হয়।

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
অনুস্বার(ং) আর ‘ঙ’ নিয়ে

অনুস্বার (ং) আর ‘ঙ’ নিয়ে
বেশ ঝামেলাই আছি
কোথায় কেন বসবে তারা
জানলে সবাই বাঁচি।

সন্ধিনিয়ম অনুসারে
ক-বর্গের আগে
থাকলে ম-কে বদলে দিতে
অনুস্বারটা লাগে।

সম ঘাতে সংঘাত হলে
ভয়ংকরও তাই
সংকলনে শুভংকরেও
একই নিয়ম পাই।

ক-বর্গের পূর্বে তবু
‘ঙ’ লেখা চলবে
তৎসমতে আগের মতোই
লিখতে সবাই বলবে।

শব্দ শেষে অনুস্বারের
বিধান আছে জারি
স্বরচিহ্ন যুক্ত হলেই
লিখতে ‘ঙ’ পারি।

বাংলা এবং বাংলাদেশের
নিয়ম জেনে লিখবো
সাংবিধানিক আদেশবলে
অনুস্বারই শিখবো।

মন্তব্য:

১) সন্ধির নিয়মানুযায়ী ম+ক বর্গীয় ধ্বনি = ম স্থানে ং হয়।
এক্ষেত্রে বিকল্পে ‘ঙ’ও লেখা যাবে। যেমন-
সম+ কলন= সংকলন
সম+ঘাত= সংঘাত
ভয়ম+কর= ভয়ংকর
অলম+কার= অলংকার
এরূপ, অহংকার, শুভংকর,
হৃদয়ংগম, সংগম, সংবাদ, সংঘটন ইত্যাদি।

২) তবে ‘ঙ’ ‘ক’ বর্গের শেষ অক্ষর হওয়ায় ক, খ, গ, ঘ-এর পূর্বে ‘ঙ’ যুক্ত হবে, অন্য কোথাও নয়। যেমন- অঙ্ক, অঙ্কুশ, লঙ্কা, আকাঙ্ক্ষা, শঙ্খ, গঙ্গা, বঙ্গ, ভঙ্গ, সঙ্গ, সঙ্গিনী, সঙ্ঘ ইত্যাদি।
৩) প্রত্যয় ও বিভক্তিবিহীন শব্দের শেষে সাধারণভাবে অনুস্বার(ং) ব্যবহৃত হবে।
যেমন: রং, সং, পালং, ঢং ইত্যাদি।
৪) শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরচিহ্ন থাকলে ‘ঙ’ হবে।
যেমন: বাঙালি, ভাঙা, রঙিণ ইত্যাদি।
৫) বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী- ‘বাংলা’ ও ‘বাংলাদেশ’ শব্দ-দু’টি অনুস্বার(ং) দিয়ে লিখতে হবে।
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
দূ-এ দু-এ রয়েছে তফাৎ

দূর থেকে বহুদূর তুমি আজ গিয়েছ চলে
দূরে যে দূ আছে কেন তা যাও নি বলে।।
দূরদৃষ্টি ছিল না তাই

ভালবেসে আজ করি হায় হায়
দূরবীক্ষণে খুঁজি গো তোমায় নানা ছলে।।
দুরন্ত দুরাচার দুরাশার মাঝে
দু রয়েছে দেখি বানানের ভাঁজে
তাই দুর্নাম শুনেও আমি যাই নি টলে।।
দূ-এ দু-এ রয়েছে তফাৎ
দুরারোগ্যে নেই কারো হাত
তবু জানি গো জীবন যাবে না বিফলে।।

মূল পার্থক্য: দূর যদি শব্দের আগে বসে এবং সেটা যদি দূরত্ব বোঝায় তাহলে ‘ূ ‘কার হবে আর দুরত্ব না বোঝালে ু কার হবে। যেমন:

দুর্নীতি,দুর্বিনীত , দুর্বার, দুর্যোগ. দু:সময়, দুর্নাম প্রভৃতি।

Naeema Sehely
> শুদ্ধ বানান চর্চা (শুবাচ)

'স্ত' আর 'স্থ'-এর বৈশিষ্ট্য --- স্ত / স্থ সংক্রান্ত বানান ভুল এড়াবার একটা উপায় আছে। যে সব শব্দে 'স্থ' আছে , অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে-সব শব্দ থেকে স্থ বাদ দিলেও শব্দের অর্থবোধক অংশ পড়ে থাকবে। কিন্তু 'স্ত' দিয়ে যে-সব শব্দ পাওয়া যায় সেখানে স্ত বাদ দিলে অর্থবোধক শব্দ পড়ে থাকবে না।
উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া যাবে।

বানানে স্ত-এর উদাহরণ -- অভ্যস্ত , অস্ত , আশ্বস্ত , গ্রস্ত (বিপদগ্রস্ত) , ত্রস্ত , নিরস্ত , ন্যস্ত , পরাস্ত , পর্যুদস্ত , প্রশস্ত , বিধ্বস্ত , বিন্যস্ত , বিপর্যস্ত , বিশ্বস্ত , ব্যতিব্যস্ত , সন্ত্রস্ত , স্বস্তি , সমস্ত।

বানানে স্থ-এর উদাহরণ -- অন্তঃস্থ , অভ্যন্তরস্থ , কন্ঠস্থ , গর্ভস্থ , গৃহস্থ , তটস্থ ,

দ্বারস্থ , ভূগর্ভস্থ , মধ্যস্থতা , মনস্থ , মুখস্থ যন্ত্রস্থ , সভাস্থ , সুস্থ , সমাধিস্থ , অধীনস্থ (শেষ উদাহরণটি যদিও ব্যাকরণসম্মত নয়) ।

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

উপরি উক্ত উপর্যুক্ত
একটু ভেবে লিখব
পরি'র সাথে হ্রস্ব উ-য়ের
মিলন বিধি শিখব।

'পরি' কিন্তু নয়তো 'পরী'
উপসর্গ জেনে
সন্ধি ঘটার নিয়মগুলো
চলব মোরা মেনে।

'পরি' উপসর্গ পরে
অ আ যদি থাকে
কিংবা যদি হ্রস্ব ই আর
হ্রস্ব উ-কে রাখে
সন্ধি হলেই য-য়েতে রেফ
মারবো পরিটাকে।

পরি যোগে আলোচনা
পর্যালোচনা হয়
নেই তো 'পরি' সন্ধিমূলে
মরেছে নিশ্চয়।

মন্তব্য : পরি-উপসর্গের সঙ্গে অ আ ই উ ধ্বনির সন্ধি ঘটলে য-য়ে রেফ (র্য) হয়।
যেমন- পরি + অন্ত = পর্যন্ত

উপরি + উপরি = উপর্যুপরি
পরি + আলোচনা = পর্যালোচনা
উপরি + উক্ত = উপর্যুক্ত ইত্যাদি।

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

পূরণবাচক শব্দ শিখি

পূরণবাচক শব্দগুলো
পাঁচটি ভাগে আছে
‘তম’ দিলেই হয় না পূরক
ভুল হয়ে যায় পাছে।

সংখ্যাবাচক শব্দ সবই
বিশেষণ হয় মানি
পূরণবাচক একবচনে
ক’জন সেটা জানি।

পাঁচটি ভাগে ভাগ হয়ে তা
পূরকরূপে আছে
‘তিতম’ আর ‘তম’সহ
বসবে ‘ত্তম’ পাছে।

প্রথম ভাগে প্রথম দশম
দ্বিতীয়ভাগে ‘তম’
তৃতীয়ভাগে তিতম আর
চতুর্থভাগে ‘ত্তম’।

পঞ্চম ভাগেও ‘তম’ই হবে
ঊর্ধ্বে ভাগেও তাই
গভীরভাবে দেখে নিলে

ভুলের শঙ্কা নাই।

পাঁচটি ভাগে ভাগ করে তা
সহজ করে শিখব
তা হলে তা ভুল হবে না
আমরা যখন লিখব।

প্রথম...দশম, তারপরেতে
একাদশের ঘরে
অষ্টাদশে 'তম' যোগে
ভুল হবে না পরে।

উনবিংশ 'তিতম' হয়
অষ্টাবিংশও তাই
মাঝেরগুলোও 'তিতম'তে
ভুলের কিছু নাই।

ঊনত্রিংশে 'ত্তম' হবে
অষ্টাপঞ্চাশ একই
তারপরে সব 'তম' দিয়েই
চলবে লেখালেখি।

মন্তব্য: পূরণবাচক শব্দের ক্ষেত্রে আজকাল অনেকেই লিখে থাকেন ২০/বিশতম, ৩০/ত্রিশতম ৬০/ষাটতম ইত্যাদি। এগুলো সবই ভুল। এদের শুদ্ধ রূপ হবে: বিংশতিতম, ত্রিংশত্তম, ষষ্টিতম ইত্যাদি।
সংখ্যাবাচক শব্দ স্বাভাবিকভাবেই বিশেষণ। তা সত্ত্বেও এর মধ্যে পাঁচটি স্তর আছে। যেমন: ১ থেকে ১০ পর্যন্ত, ১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত, ১৯ থেকে ২৮ পর্যন্ত, ২৯ থেকে ৫৮ পর্যন্ত ও ৫৯থেকে ১০০ পর্যন্ত।
এই সংখ্যাগুলোর ধরন হচ্ছে গণনাসূচক, যেমন এক দুই তিন এগার/একাদশ,

চব্বিশ/চতুর্বিংশ ইত্যাদি।
অন্য ধরনটা হল পূরণবাচক, যেমন- প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, একাদশতম, উনবিংশতিতম, ঊনত্রিংশত্তম, ঊনষষ্টিতম , শততম ইত্যাদি। এই পূরণসূচক সংখ্যাগুলো সব সময়েই একবচন।
লক্ষণীয় যা, তা হল- উল্লিখিত পাঁচটি স্তর পূরণসূচক সংখ্যার ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য।

১ থেকে ১০ পর্যন্ত = প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ,
সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম।
১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত = একাদশতম, দ্বাদশতম ... অষ্টাদশতম (এই স্তরে 'তম' যোগ হচ্ছে)।
১৯ থেকে ২৮ পর্যন্ত= উনবিংশতিতম, বিংশতিতম... অষ্টাবিংশতিতম(এই স্তরে 'তিতম' যোগ হচ্ছে)।
২৯ থেকে ৫৮ পর্যন্ত= ঊনত্রিংশতত্ম, ত্রিংশত্তম, একত্রিংশত্তম, দ্বাত্রিংশত্তম.. অষ্টাপঞ্চাশত্তম (এই স্তরে 'ত্তম' যোগ হচ্ছে)।
৫৯ থেকে ১০০ পর্যন্ত = ঊনষষ্টিতম, ষষ্টিতম, একষষ্টিতম...শততম (এই স্তরে 'তম' যোগ হচ্ছে)।
এর ঊর্ধ্বে সকল ক্ষেত্রে 'তম' যোগ হবে। লক্ষণীয় হল- তম/ত্তম শব্দের 'ম' 'মো' উচ্চারিত হবে।
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ততোধিকে ও-কার আছে

ততোধিকে ও-কার আছে
'তত' ও-কার ছাড়া
'তিন তলা' নয় 'তে-তলাটা'
শুনছি দেবে ভাড়া।

ত্রিভুজে নেই দীর্ঘ ঊ-কার

তিতিক্ষা তো সোজা
তড়িৎ ত্বরিত বানান দু'টো
সবার মাথার বোঝা।

তড়িৎ মানে ক্ষণপ্রভা
বিদ্যুৎ বলেও জানি
ত্বরিত মানে ক্ষিপ্রগামী
ত্বরায় যেন মানি।

তদ্রূপে আর তদ্ধরুপেতে
তফাৎটা আজ দেখো
হ্রস্ব উ-কার দীর্ঘ ঊ-কার
জেনে-শুনে লেখো।

তদ্রূপেতে দীর্ঘ ঊ-কার
রূপের মতোই আছে
তদ্ধরুপেতে হ্রস্ব-উকার
ভুল হবে না পাছে।

তত্ত্বজ্ঞান আর তত্ত্বাবধান
বানান দু'টো শিখে
'তা ছাড়া' তো ত-য়ের বানান
তাবৎ দিলাম লিখে।

মন্তব্য : ত সংশ্লিষ্ট কিছু অশুদ্ধ বা বর্জনীয় বানানের শুদ্ধরূপ দেওয়া হলো।
যেমন-ততো নয় তত। ততধিক নয় ততোধিক। তড়িত নয় তড়িৎ (ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি অর্থে)। ত্বরিৎ নয় ত্বরিত (বেগ বাড়ানো হয়েছে এমন,দ্রুত, ক্ষিপ্রগামী ইত্যাদি অর্থে)।
ত্রিভূজ নয় ত্রিভুজ। তফাত নয় তফাৎ। তদ্রুপ নয় তদ্রূপ। তদ্ধরুপ নয়

তছরুপ (ক্ষতি, নষ্ট, অপচয় ইত্যাদি অর্থে)। তছরুপ এবং তদ্রূপের পার্থক্যটা মনে রাখতে হবে। তছরুপে হ্রস্ব উ-কার আর তদ্রূপে দীর্ঘ ঊ-কার। তত্তজ্ঞান/তত্বজ্ঞান নয় তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বাবধান/তত্ত্বাবধায়ক নয় তত্ত্বাবধান/তত্ত্বাবধায়ক। তাছাড়া নয় তা ছাড়া। তাবত নয় তাবৎ ইত্যাদি।

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

বাংলা বানান নিয়ম

১. দূরত্ব বোঝায় না এরূপ শব্দে উ-কার যোগে 'দুর' ('দুর' উপসর্গ) বা 'দু+রেফ' হবে। যেমন— দুরবস্থা, দুরন্ত, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুরারোগ্য, দুরূহ, দুর্গা, দুর্গতি, দুর্গ, দুর্দান্ত, দুর্নীতি, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, দুর্নাম, দুর্ভোগ, দুর্দিন, দুর্বল, দুর্জয় ইত্যাদি।

২. দূরত্ব বোঝায় এমন শব্দে ঊ-কার যোগে 'দূর' হবে। যেমন— দূর, দূরবর্তী, দূর-দূরান্ত, দূরীকরণ, অদূর, দূরত্ব, দূরবীক্ষণ ইত্যাদি।

৩. পদের শেষে '-জীবী' ঈ-কার হবে। যেমন— চাকরিজীবী, পেশাজীবী, শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, আইনজীবী ইত্যাদি।

৪. পদের শেষে '-বলি' (আবলি) ই-কার হবে। যেমন— কার্যাবলি, শর্তাবলি, ব্যাখ্যাবলি, নিয়মাবলি, তথ্যাবলি ইত্যাদি।

৫. 'স্ট' এবং 'ষ্ট' ব্যবহার: বিদেশি শব্দে 'স্ট' ব্যবহার হবে। বিশেষ করে ইংরেজি st যোগে শব্দগুলোতে 'স্ট' ব্যবহার হবে। যেমন— পোস্ট, স্টার, স্টাফ, স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, স্ট্যাটাস, মাস্টার, ডাস্টার, পোস্টার, স্টুডিও, ফাস্ট, লাস্ট, বেস্ট ইত্যাদি। ষত্ব-বিধান অনুযায়ী বাংলা বানানে ট-বর্গীয় বর্ণে 'ষ্ট' ব্যবহার হবে। যেমন— বৃষ্টি, কৃষ্টি, সৃষ্টি, দৃষ্টি, মিষ্টি, নষ্ট, কষ্ট, তুষ্ট, সন্তুষ্ট ইত্যাদি।

৬. 'পূর্ণ' এবং 'পুন' (পুনঃ/পুন+রেফ/পুনরায়) ব্যবহার : 'পূর্ণ' (ইংরেজিতে Full/Complete অর্থে) শব্দটিতে ঊ-কার এবং র্ণ যোগে ব্যবহার হবে। যেমন— পূর্ণরূপ, পূর্ণমান, সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ ইত্যাদি। 'পুন' (পুনঃ/পুন+রেফ/পুনরায়— ইংরেজিতে Re-অর্থে) শব্দটিতে উ-কার হবে এবং অন্য শব্দটির সাথে যুক্ত হয়ে ব্যবহার হবে। যেমন— পুনঃপ্রকাশ, পুনঃপরীক্ষা, পুনঃপ্রবেশ, পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পুনঃপুন, পুনর্জীবিত, পুনর্নিয়োগ, পুনর্নির্মাণ, পুনর্মিলন, পুনর্লাভ, পুনর্মুদ্রিত, পুনরুদ্ধার, পুনর্বিচার, পুনর্বিবেচনা, পুনর্গঠন, পুনর্বাসন ইত্যাদি।

৭. পদের শেষে'-গ্রস্থ' নয় '-গ্রস্ত' হবে। যেমন— বাধাগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত ইত্যাদি।

৮. অঞ্জলি দ্বারা গঠিত সকল শব্দে ই-কার হবে। যেমন— অঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি ইত্যাদি।

৯. 'কে' এবং '-কে' ব্যবহার: প্রশ্নবোধক অর্থে 'কে' (ইংরেজিতে Who অর্থে) আলাদা ব্যবহার হয়। যেমন— হৃদয় কে? প্রশ্ন করা বোঝায় না এমন শব্দে '-কে' এক সাথে ব্যবহার হবে। যেমন— হৃদয়কে আসতে বলো।

১০. বিদেশি শব্দে ণ, ছ, ষ ব্যবহার হবে না। যেমন— হর্ন, কর্নার, সমিল (করাতকল), স্টার, আস্‌সালামু আলাইকুম, ইনসান, বাসস্ট্যান্ড ইত্যাদি।

১১. অ্যা, এ ব্যবহার: বিদেশি বাঁকা শব্দের উচ্চারণে 'অ্যা' ব্যবহার হয়। যেমন— অ্যান্ড (And), অ্যাড (Ad/Add), অ্যাকাউন্ট (Account), অ্যাম্বুলেন্স (Ambulance), অ্যাসিস্ট্যান্ট (Assistant), অ্যাডভোকেট (Advocate), অ্যাকাডেমিক (Academic), অ্যাডভোকেসি (Advocacy) ইত্যাদি। অবিকৃত বা সরলভাবে উচ্চারণে 'এ' হয়। যেমন— এন্টার (Enter), এন্ড (End), এডিট (Edit) ইত্যাদি।

১২. ইংরেজি বর্ণ S-এর বাংলা প্রতিবর্ণ হবে 'স' এবং sh, -sion, -tion শব্দগুচ্ছে 'শ' হবে। যেমন— সিট (Seat/Sit), শিট, (Sheet), রেজিস্ট্রেশন (Registration), মিশন (Mission) ইত্যাদি।

১৩. আরবি বর্ণ) ش(শিন)-এর বাংলা বর্ণ রূপ হবে 'শ' এবং) ث(সা),) س(সিন) ও) ص(সোয়াদ)-এর বাংলা বর্ণ রূপ হবে 'স'। ث (সা), س (সিন) ও) ص(সোয়াদ)-এর উচ্চারিত রূপ মূল শব্দের মতো হবে এবং বাংলা বানানের ক্ষেত্রে 'স' ব্যবহার হবে। যেমন— সালাম, শাহাদত, শামস্‌, ইনসান ইত্যাদি। আরবি, ফারসি, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা থেকে আগত শব্দসমূহে ছ, ণ ও ষ ব্যবহার হবে না।

১৪. শ ষ স :
তৎসম শব্দে ষ ব্যবহার হবে। খাঁটি বাংলা ও বিদেশি শব্দে ষ ব্যবহার হবে না। বাংলা বানানে 'ষ' ব্যবহারের জন্য অবশ্যই ষত্ব-বিধান, উপসর্গ, সন্ধি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। বাংলায় অধিকাংশ শব্দের উচ্চারণে 'শ' বিদ্যমান। এমনকি 'স' দিয়ে গঠিত শব্দেও 'শ' উচ্চারণ হয়। 'স'-এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ বাংলায় খুবই কম। 'স'-এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ হচ্ছে— সমীর, সাফ, সাফাই। যুক্ত বর্ণ, ঋ-কার ও র-ফলা যোগে যুক্তধ্বনিতে 'স'-এর উচ্চারণ পাওয়া যায়। যেমন— সৃষ্টি, স্মৃতি, স্পর্শ, স্রোত, শ্রী, আশ্রম ইত্যাদি।

১৫. সমাসবদ্ধ পদ ও বহুবচন রূপী শব্দগুলোর মাঝে ফাঁক রাখা যাবে না। যেমন— চিঠিপত্র, আবেদনপত্র, ছাড়পত্র (পত্র), বিপদগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত (গ্রস্ত), গ্রামগুলি/গ্রামগুলো (গুলি/গুলো), রচনামূলক (মূলক), সেবাসমূহ (সমূহ), যত্নসহ, পরিমাপসহ (সহ), ত্রুটিজনিত, (জনিত), আশঙ্কাজনক, বিপজ্জনক (জনক), অনুগ্রহপূর্বক, উল্লেখপূর্বক (পূর্বক), প্রতিষ্ঠানভুক্ত, এমপিওভুক্ত, এমপিওভুক্তি (ভুক্ত/ভুক্তি), গ্রামভিত্তিক, এলাকাভিত্তিক, রোলভিত্তিক (ভিত্তিক), অন্তর্ভুক্তকারণ, এমপিওভুক্তকরণ, প্রতিবর্ণীকরণ (করণ), আমদানিকারক, রফতানিকারক (কারক), কষ্টদায়ক, আরামদায়ক (দায়ক), স্ত্রীবাচক (বাচক), দেশবাসী, গ্রামবাসী, এলাকাবাসী (বাসী), সুন্দরভাবে, ভালোভাবে (ভাবে), চাকরিজীবী, শ্রমজীবী (জীবী), সদস্যগণ (গণ), সহকারী, আবেদনকারী, ছিনতাইকারী (কারী), সন্ধ্যাকালীন, শীতকালীন (কালীন), জ্ঞানহীন (হীন), দিনব্যাপী, মাসব্যাপী, বছরব্যাপী (ব্যাপী) ইত্যাদি। এ ছাড়া যথাবিহিত, যথাসময়, যথাযথ, যথাক্রমে, পুনঃপুন, পুনঃপ্রকাশ, পুনঃপরীক্ষা, পুনঃপ্রবেশ, পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বহিঃপ্রকাশ শব্দগুলো একত্রে ব্যবহার হয়।

১৬. বিদেশি শব্দে ই-কার ব্যবহার হবে। যেমন— আইসক্রিম, স্টিমার, জানুয়ারি, ফ্রেরুয়ারি, ডিগ্রি, চিফ, শিট, শিপ, নমিনি, কিডনি, ফ্রি, ফি, ফিস, স্কিন, স্ক্রিন, স্কলারশিপ, পার্টনারশিপ, ফ্রেন্ডশিপ, স্টেশনারি, নোটারি, লটারি, সেক্রেটারি, টেরিটরি, ক্যাটাগরি, ট্রেজারি, ব্রিজ, প্রাইমারি, মার্কশিট, গ্রেডশিট ইত্যাদি।

১৭. উঁয়ো (ঙ) ব্যবহার যোগে কিছু শব্দ। এক্ষেত্রে অনুস্বার (ং) ব্যবহার করা যাবে না। যেমন— অঙ্ক, অঙ্কন, অঙ্কিত, অঙ্কুর, অঙ্গ, অঙ্গন, আকাঙ্ক্ষা, আঙ্গুল/আঙুল, আশঙ্কা, ইঙ্গিত, উলঙ্গ, কঙ্কর, কঙ্কাল, গঙ্গা, চোঙ্গা/চোঙা, টাঙ্গা, ঠোঙ্গা/ঠোঙা, দাঙ্গা, পঙ্‌ক্তি, পঙ্কজ, পতঙ্গ, প্রাঙ্গণ, প্রসঙ্গ, বঙ্গ, বাঙালি/বাঙ্গালি, ভঙ্গ, ভঙ্গুর, ভাঙ্গা/ভাঙা, মঙ্গল, রঙ্গিন/রঙিন, লঙ্কা, লঙ্গরখানা, লঙ্ঘন, লিঙ্গ, শঙ্কা, শঙ্ক, শঙ্খ, শশাঙ্ক, শৃঙ্খল, শৃঙ্গ, সঙ্গ, সঙ্গী, সঙ্ঘাত, সঙ্গে, হাঙ্গামা, হুঙ্কার।

১৮. অনুস্বার (ং) ব্যবহার যোগে কিছু শব্দ। এক্ষেত্রে উঁয়ো (ঙ) ব্যবহার করা যাবে না। যেমন— কিংবদন্তী, সংজ্ঞা, সংক্রামণ, সংক্রান্ত, সংক্ষিপ্ত, সংখ্যা, সংগঠন, সংগ্রাম, সংগ্রহ, সংগৃহীত।
[দ্রষ্টব্য: বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দ দুটি অনুস্বার (ং) দিয়ে লিখতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে তাই করা হয়েছে।]

১৯. ‘কোণ, কোন ও কোনো’-এর ব্যবহার:
কোণ : ইংরেজিতে Angle/Corner (∠) অর্থে।
কোন : উচ্চারণ হবে কোন্। বিশেষত প্রশ্নবোধক অর্থে ব্যবহার করা হয়। যেমন— তুমি কোন দিকে যাবে?
কোনো : ও-কার যোগে উচ্চারণ হবে। যেমন— যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

২০. বাংলা ভাষায় চন্দ্রবিন্দু একটি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণ। চন্দ্রবিন্দু যোগে শব্দগুলোতে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করতে হবে; না করলে ভুল হবে। অনেক ক্ষেত্রে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার না করলে শব্দে অর্থের পরিবর্তন ঘটে। এ ছাড়া চন্দ্রবিন্দু সম্মানসূচক বর্ণ হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। যেমন— তাহাকে>তাঁহাকে, তাকে>তাঁকে ইত্যাদি।

২১. ও-কার: অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়া পদ এবং বিশেষণ ও অব্যয় পদ বা অন্য শব্দ যার শেষে ও-কার যুক্ত না করলে অর্থ অনুধাবনে ভ্রান্তি বা বিলম্ব সৃষ্টি হতে পারে এমন শব্দে ও-কার ব্যবহার হবে। যেমন— মতো, হতো, হলো, কেনো (ক্রয় করো), ভালো, কালো, আলো ইত্যাদি। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া ও-কার ব্যবহার করা যাবে না। যেমন— ছিল, করল, যেন, কেন (কী জন্য), আছ, হইল, রইল, গেল, শত, যত, তত, কত, এত ইত্যাদি।

২২. বিশেষণবাচক আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন— সোনালি, রুপালি, বর্ণালি, হেঁয়ালি, খেয়ালি, মিতালি ইত্যাদি।

২৩. জীব, -জীবী, জীবিত, জীবিকা ব্যবহার। যেমন— সজীব, রাজীব, নির্জীব, চাকরিজীবী, পেশাজীবী, জীবিত, জীবিকা।

২৪. অদ্ভুত, ভুতুড়ে বানানে উ-কার হবে। এ ছাড়া সকল ভূতে ঊ-কার হবে। যেমন— ভূত, ভস্মীভূত, বহির্ভূত, ভূতপূর্ব ইত্যাদি।

২৫. হীরা ও নীল অর্থে সকল বানানে ঈ-কার হবে। যেমন— হীরা, হীরক, নীল, সুনীল, নীলক, নীলিমা ইত্যাদি।

২৬. নঞর্থক পদগুলো (নাই, নেই, না, নি) আলাদা করে লিখতে হবে। যেমন— বলে নাই, বলে নি, আমার ভয় নাই, আমার ভয় নেই, হবে না, যাবে না।

২৭. অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে ই-কার ব্যবহার হবে। যেমন— সরকারি, তরকারি, গাড়ি, বাড়ি, দাড়ি, শাড়ি, চুরি, চাকরি, মাস্টারি, মালি, পাগলামি, পাগলি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি, খুশি, হিজরি, আরবি, ফারসি, ফরাসি, ইংরেজি, জাপানি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, সিন্ধি, ফিরিঙ্গি, সিঙ্গি, ছুরি, টুপি, দিঘি, কেরামতি, রেশমি, পশমি, পাখি, ফরিয়াদি, আসামি, বেআইনি, কুমির, নানি, দাদি, বিবি, চাচি, মাসি, পিসি, দিদি, বুড়ি, নিচু।

২৮. ত্ব, তা, নী, ণী, সভা, পরিষদ, জগৎ, বিদ্যা, তত্ত্ব শব্দের শেষে যোগ হলে ই-কার হবে। যেমন— দায়িত্ব (দায়ী), প্রতিদ্বন্দ্বিতা (প্রতিদ্বন্দ্বী), প্রার্থিতা (প্রার্থী), দুঃখিনী (দুঃখী), অধিকারিণী (অধিকারী), সহযোগিতা (সহযোগী), মন্ত্রিত্ব, মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিপরিষদ (মন্ত্রী), প্রাণিবিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, প্রাণিজগৎ, প্রাণিসম্পদ (প্রাণী) ইত্যাদি।

২৯. ঈ, ঈয়, অনীয় প্রত্যয় যোগ ঈ-কার হবে। যেমন— জাতীয় (জাতি), দেশীয় (দেশি), পানীয় (পানি), জলীয়, স্থানীয়, স্মরণীয়, বরণীয়, গোপনীয়, ভারতীয়, মাননীয়, বায়বীয়, প্রয়োজনীয়, পালনীয়, তুলনীয়, শোচনীয়, রাজকীয়, লক্ষণীয়, করণীয়।

৩০. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন— অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য।

৩১. ভাষা ও জাতিতে ই-কার হবে। যেমন— বাঙালি/বাঙ্গালি, জাপানি, ইংরেজি, জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, আরবি, ফারসি ইত্যাদি।

৩২. ব্যক্তির '-কারী'-তে (আরী) ঈ-কার হবে। যেমন— সহকারী, আবেদনকারী, ছিনতাইকারী, পথচারী, কর্মচারী ইত্যাদি। ব্যক্তির '-কারী' নয়, এমন শব্দে ই-কার হবে। যেমন— সরকারি, দরকারি ইত্যাদি।

৩৩. প্রমিত বানানে শব্দের শেষে ঈ-কার থাকলে –গণ যোগে ই-কার হয়। যেমন— সহকারী>সহকারিগণ, কর্মচারী>কর্মচারিগণ, কর্মী>কর্মিগণ, আবেদনকারী>আবেদনকারিগণ ইত্যাদি।

৩৪. 'বেশি' এবং '-বেশী' ব্যবহার: 'বহু', 'অনেক' অর্থে ব্যবহার হবে 'বেশি'। শব্দের শেষে যেমন— ছদ্মবেশী, প্রতিবেশী অর্থে '-বেশী' ব্যবহার হবে।

৩৫. 'ৎ'-এর সাথে স্বরচিহ্ন যোগ হলে 'ত' হবে। যেমন— জগৎ>জগতে জাগতিক, বিদ্যুৎ>বিদ্যুতে বৈদ্যুতিক, ভবিষ্যৎ>ভবিষ্যতে, আত্মসাৎ>আত্মসাতে, সাক্ষাৎ>সাক্ষাতে ইত্যাদি।

৩৬. ইক প্রত্যয় যুক্ত হলে যদি শব্দের প্রথমে অ-কার থাকে তা পরিবর্তন হয়ে আ-কার হবে। যেমন— অঙ্গ>আঙ্গিক, বর্ষ>বার্ষিক, পরস্পর>পারস্পরিক, সংস্কৃত>সাংস্কৃতিক, অর্থ>আর্থিক, পরলোক>পারলৌকিক, প্রকৃত>প্রাকৃতিক, প্রসঙ্গ>প্রাসঙ্গিক, সংসার>সাংসারিক, সপ্তাহ>সাপ্তাহিক, সময়>সাময়িক, সংবাদ>সাংবাদিক, প্রদেশ>প্রাদেশিক, সম্প্রদায়>সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি।

৩৭. সাধু থেকে চলিত রূপের শব্দসমূহ যথাক্রমে দেখানো হলো: আঙ্গিনা>আঙিনা, আঙ্গুল>আঙুল, ভাঙ্গা>ভাঙা, রাঙ্গা>রাঙা, রঙ্গিন>রঙিন, বাঙ্গালি>বাঙালি, লাঙ্গল>লাঙল, হউক>হোক, যাউক>যাক, থাউক>থাক, লিখ>লেখ, গুলি>গুলো, শুন>শোন, শুকনা>শুকনো, ভিজা>ভেজা, ভিতর>ভেতর, দিয়া>দিয়ে, গিয়া>গিয়ে, হইল>হলো, হইত>হতো, খাইয়া>খেয়ে, থাকিয়া>থেকে, উল্টা>উল্টো, বুঝা>বোঝা, পূজা>পুজো, বুড়া>বুড়ো, সুতা>সুতো, তুলা>তুলো, নাই>নেই, নহে>নয়, নিয়া>নিয়ে, ইচ্ছা>ইচ্ছে ইত্যাদি।

৩৮. হয়তো, নয়তো বাদে সকল তো আলাদা হবে। যেমন— আমি তো যাই নি, সে তো আসে নি ইত্যাদি।
[দ্রষ্টব্য: মূল শব্দের শেষে আলাদা তো ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে।]

৩৯. ঙ, ঞ, ণ, ন, ং বর্ণের পূর্বে ঁ হবে না। যেমন— খান (খাঁ), চান, চন্দ (চাঁদ), পঞ্চ, পঞ্চাশ (পাঁচ) ইত্যাদি।

৪০. -এর, -এ ব্যবহার:
[=> চিহ্নিত শব্দ/বাক্য বা উক্তির সাথে সমাসবদ্ধ রূপ। যেমন— গুলিস্তান 'ভাসানী হকি ষ্টেডিয়াম'-এর সাইনবোর্ডে স্টেডিয়াম বানানটি ভুল।
[=> শব্দের পরে যেকোনো প্রতীকের সাথে সমাসবদ্ধ রূপ। যেমন— বিসর্গ (ঃ)-এর সঙ্গে স্বরধ্বনি কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সন্ধি হয়, তাকে বিসর্গসন্ধি বলে।
[=> বিদেশি শব্দ অর্থাৎ বাংলায় প্রতিবর্ণীকরণ নয় এমন শব্দের সাথে সমাসবদ্ধ রূপ। যেমন— SMS-এর মাধ্যমে টাকা পাঠাতে হবে।
[=> গাণিতিক শব্দের সাথে সমাসবদ্ধ রূপ। যেমন— ৫-এর চেয়ে ২ কম।
[=> সংক্ষিপ্ত শব্দের সাথে সমাসবদ্ধ রূপ। যেমন— অ্যাগ্রো কোম্পানি লি.-এর সাথে চুক্তি।

এ ছাড়া পৃথক রূপে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন— বাংলাদেশ-এর না লিখে বাংলাদেশের, কোম্পানি-এর না লিখে কোম্পানির, শিক্ষক-এর না লিখে শিক্ষকের, স্টেডিয়াম-এ না লিখে স্টেডিয়ামে, অফিস-এ না লিখে অফিসে লিখতে হবে।

৪১. বিসর্গ (ঃ) ব্যবহার:
বিসর্গ একটি বাংলা বর্ণ— এটি কোনো চিহ্ন নয়। বর্ণ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। বিসর্গ (ঃ) হলো অঘোষ 'হ্'-এর উষ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনি। 'হ'-এর উষ্চারণ ঘোষ কিন্তু বিসর্গ (ঃ)-এর উষ্চারণ অঘোষ। বাংলায় ভাষায় বিস্ময়াদি প্রকাশে বিসর্গ (ঃ)-এর উষ্চারণ প্রকাশ পায়। যেমন— আঃ, উঃ, ওঃ, ছিঃ, বাঃ । পদের শেষে বিসর্গ (ঃ) ব্যবহার হবে না। যেমন— ধর্মত, কার্যত, আইনত, ন্যায়ত, করত, বস্তুত, ক্রমশ, প্রায়শ ইত্যাদি। পদমধ্যস্থে বিসর্গ ব্যবহার হবে। যেমন— অতঃপর, দুঃখ, স্বতঃস্ফূর্ত,

অন্তঃস্থল, পুনঃপুন, পুনঃপ্রকাশ, পুনঃপরীক্ষা, পুনঃপ্রবেশ, পুনঃপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। অর্ধ শব্দকে পূর্ণতা দানে অর্থাৎ পূর্ণ শব্দকে সংক্ষিপ্ত রূপে প্রকাশে বিসর্গ ব্যবহার করা হলেও আধুনিক বানানে ডট (.) ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন— ডাক্তার>ডা. (ডাঃ), ডক্টর>ড. (ডঃ), লিমিটেড> লি. (লিঃ) ইত্যাদি। বিসর্গ যেহেতু বাংলা বর্ণ এবং এর নিজস্ব ব্যবহার বিধি আছে— তাই এ ধরনের বানানে (ডাক্তার>ডা., ডক্টর>ড., লিমিটেড> লি.) বিসর্গ ব্যবহার বর্জন করা হয়েছে। কারণ বিসর্গ যতিচিহ্ন নয়। [সতর্কীকরণ: বিসর্গ (ঃ)-এর স্থলে কোলন (:) কোনোভাবেই ব্যবহার করা যাবে না। যেমন— অত:পর, দু:খ ইত্যাদি। কারণ কোলন (:) কোনো বর্ণ নয়, চিহ্ন। যতিচিহ্ন হিসেবে বিসর্গ (ঃ) ব্যবহার যাবে না। যেমন— নামঃ রেজা, থানাঃ লাকসাম, জেলাঃ কুমিল্লা, ১ঃ৯ ইত্যাদি।]

বিসর্গসন্ধি:

বিসর্গ (ঃ)-এর সঙ্গে স্বরধ্বনি কিংবা ব্যঞ্জনধ্বনির যে সন্ধি হয়, তাকে বিসর্গসন্ধি বলে। উচ্চারণের দিক থেকে বিসর্গ দু রকম :

১. র্ -জাত বিসর্গ : শব্দের শেষে র্ থাকলে উচ্চারণের সময় র্ লোপ পায় এবং র্-এর জায়গায় বিসর্গ (ঃ) হয়। উচ্চারণে র্ বজায় থাকে। যেমন— অন্তর>অন্তঃ+গত=অন্তর্গত (অন্তোর্গতো)।

২. স্-জাত বিসর্গ : শব্দের শেষে স্ থাকলে সন্ধির সময় স্ লোপ পায় এবং স্-এর জায়গায় বিসর্গ (ঃ) হয়। উচ্চারণে স্ বজায় থাকে। যেমন : নমস্ > নমঃ + কার = নমস্কার (নমোশ্কার)।

বিসর্গসন্ধি দু-ভাবে সাধিত হয় : ১. বিসর্গ (ঃ) ও স্বরধ্বনি মিলে; ২. বিসর্গ (ঃ) ও ব্যঞ্জনধ্বনি মিলে।

১. বিসর্গ ও স্বরধ্বনির সন্ধি:

ক. অ-ধ্বনির সঙ্গে বিসর্গ এবং পরে অ-ধ্বনি থাকলে বিসর্গ ও অ-ধ্বনি স্থলে ও-কার হয়। যেমন—

ততঃ + অধিক = ততোধিক

যশঃ + অভিলাষ = যশোভিলাষ

বয়ঃ + অধিক = বয়োধিক

খ. অ-ধ্বনির সঙ্গে বিসর্গ এবং পরে অ, আ, উ-ধ্বনি থাকলে বিসর্গ ও অ-ধ্বনি মিলে র হয়। যেমন—

পুনঃ + অধিকার = পুনরধিকার

প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ

পুনঃ + আবৃত্তি = পুনরাবৃত্তি

পুনঃ + উক্ত = পুনরুক্ত

২. বিসর্গ ও ব্যঞ্জনধ্বনির সন্ধি

ক. অ-ধ্বনির সঙ্গে বিসর্গ এবং পরে বর্গের ৩য়/ ৪র্থ/ ৫ম ধ্বনি অথবা য, র, ল, হ থাকলে বিসর্গ ও অ-ধ্বনি স্থলে র-জাত বিসর্গে র/ রেফ (র্) এবং স-জাত বিসর্গে ও-কার হয়। যেমন—

র-জাত বিসর্গ : র্

অন্তঃ + গত = অন্তর্গত

পুনঃ + জন্ম = পুনর্জন্ম

অন্তঃ + ধান = অন্তর্ধান

পুনঃ + বার = পুনর্বার

অন্তঃ + ভুক্ত = অন্তর্ভুক্ত

পুনঃ + মিলন = পুনর্মিলন

স-জাত বিসর্গ : ও

মনঃ + গত = মনোগত

সদ্যঃ + জাত = সদ্যোজাত

তিরঃ + ধান = তিরোধান

তপঃ + বন = তপোবন

অধঃ + মুখ = অধোমুখ

মনঃ + যোগ = মনোযোগ

মনঃ + রম = মনোরম

মনঃ + লোভা = মনোলোভা

মনঃ + হর = মনোহর

খ. বিসর্গের পরে চ/ছ থাকলে বিসর্গের স্থলে শ; ট/ঠ থাকলে ষ এবং ত/থ থাকলে স হয়। যেমন—

নিঃ + চয় = নিশ্চয়

দুঃ + চরিত্র = দুশ্চরিত্র

ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার

নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর

চতুঃ + টয় = চতুষ্টয়

দুঃ + তর = দুস্তর

নিঃ + তেজ = নিস্তেজ

ইতঃ + তত = ইতস্তত

দুঃ + থ = দুস্থ

গ. অ/আ ভিন্ন অন্য স্বরের সঙ্গে বিসর্গ এবং পরে স্বরধ্বনি, বর্গের ৩য় / ৪র্থ / ৫ম ধ্বনি অথবা য, র, ল, হ থাকলে বিসর্গ স্থলে র হয়। যেমন—

নিঃ + অবধি = নিরবধি

নিঃ + আপদ = নিরাপদ

নিঃ + গত = নির্গত

নিঃ + ঘন্ট = নির্ঘন্ট

নিঃ + বাক = নির্বাক

নিঃ + ভয় = নির্ভয়

আবিঃ + ভাব = আবির্ভাব

আশীঃ + বাদ = আশীর্বাদ

দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা

দুঃ + আচার = দুরাচার

দুঃ + গতি = দুর্গতি

দুঃ + বোধ = দুর্বোধ

প্রাদুঃ + ভাব = প্রাদুর্ভাব

দুঃ + মর = দুর্মর

দুঃ + যোগ = দুর্যোগ

দুঃ + লভ = দুর্লভ

ঘ. র-জাত বিসর্গের পরে র থাকলে বিসর্গ লোপ পায় এবং প্রথমে ই-কার থাকলে তা ঈ-কার হয়। যেমন—

নিঃ + রব = নীরব

নিঃ + রস = নীরস

নিঃ + রোগ = নীরোগ

ঙ. অ/আ ধ্বনির সঙ্গে বিসর্গ এবং পরে ক, খ, প, ফ থাকলে বিসর্গ স্থলে স হয়। যেমন—

নমঃ + কার = নমস্কার

তিরঃ + কার = তিরস্কার

পুরঃ + কার = পুরস্কার

ভাঃ + কর = ভাস্কর

চ. ই/উ ধ্বনির সঙ্গে বিসর্গ এবং পরে ক, খ, প, ফ থাকলে বিসর্গ স্থলে ষ হয়। যেমন—

নিঃ + কাম = নিষ্কাম

নিঃ + পাপ = নিষ্পাপ

নিঃ + ফল = নিষ্ফল

বহিঃ + কার = বহিষ্কার

চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ

চতুঃ + কোণ = চতুষ্কোণ

ছ. কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্ধির বিসর্গ লোপ পায় না। যেমন—

প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল

মনঃ + কষ্ট = মনঃকষ্ট

শিরঃ + পীড়া = শিরঃপীড়া

অন্তঃ + করণ = অন্তঃকরণ

৪২. ম-ফলা ও ব-ফলার উচ্চারণ:

ম-ফলার উচ্চারণ:

ক. পদের প্রমে ম-ফলা থাকলে সে বর্ণের উচ্চারণে কিছুটা ঝোঁক পড়ে এবং সামান্য নাসিক্যস্বর হয়। যেমন— শ্মশান (শঁশান্), স্মরণ (শঁরোন্)।

কখনো কখনো ‘ম’ অনুচ্চারিত থাকতে ও পারে। যেমন— স্মৃতি (সৃতি বা সৃঁতি)।

খ. পদের মধ্যে বা শেষে ম-ফলা যুক্ত হলে উচ্চারণে সে বর্ণের দ্বিত্ব হয় এবং সামান্য নাসিক্যস্বর হয়। যেমন— আত্মীয় (আত্তিঁয়), পদ্ম (পদ্দোঁ), বিস্ময় (বিশ্শঁয়), ভস্মস্তূপ (ভশ্শোঁস্তুপ্), ভস্ম (ভশ্শোঁ), রশ্মি (রোশ্শিঁ)।

গ. গ, ঙ, ট, ণ, ন, বা ল বর্ণের সঙ্গে ম-ফলা যুক্ত হলে, ম-এর উচ্চারণ বজায় থাকে। যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথম বর্ণের স্বর লুপ্ত হয়। যেমন— বাগ্মী (বাগ্‌মি), যুগ্ম (যুগ্‌মো), মৃন্ময় (মৃন্‌ময়), জন্ম (জন্‌মো), গুল্ম (গুল্‌মো)।

ব-ফলার উচ্চারণ:

ক. শব্দের প্রমে ব-ফলা যুক্ত হলে উচ্চারণে শুধু সে বর্ণের উপর অতিরিক্ত ঝোঁক পড়ে। যেমন— ক্বচিৎ (কোচিৎ), দ্বিত্ব (দিত্তো), শ্বাস (শাশ্), স্বজন (শজোন), দ্বন্দ্ব (দন্দো)।

খ. শব্দের মধ্যে বা শেষে ব-ফলা যুক্ত হলে যুক্ত ব্যঞ্জনটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। যেমন— বিশ্বাস (বিশ্শাশ্), পক্ক (পক্কো), অশ্ব (অশ্শো)।

গ. সন্ধিজাত শব্দে যুক্ত ব-ফলায় ব-এর উচ্চারণ বজায় থাকে। যেমন— দিগ্বিজয় (দিগ্বিজয়), দিগ্বলয় (দিগ্বলয়)।

ঘ. শব্দের মধ্যে বা শেষে 'ব' বা 'ম'-এর সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে ব-এর উচ্চারণ বজায় থাকে। যেমন— তিব্বত (তিব্বত). লম্ব (লম্বো)।

ঙ. উৎ উপসর্গের সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে ব-এর উচ্চারণ বহাল থাকে। যেমন— উদ্বাস্তু (উদ্বাস্তু), উদ্বেল (উদ্বেল্)।

[দ্রষ্টব্য: আমাদের অবশ্যই বাংলা বানান ও বাংলা বানানের উচ্চারণ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। কারণ বাংলা বানান ও উচ্চারণের পার্থক্য রয়েছে। যেমন— আছ (আছো), দেখা (দ্যাখা), একা (অ্যাকা) ইত্যাদি।]

যতিচিহ্ন:

ডট/ফুলস্টপ (.)-এর ব্যবহার : ইংরেজি শব্দকে বাংলায় সংক্ষিপ্ত শব্দ রূপে লেখার ক্ষেত্রে ডট ব্যবহার হবে। যেমন— ড. (ডক্টর), লি. (লিমিটেড), মি. (মিস্টার) ইত্যাদি। ইংরেজিতে Govt. (Government), Ltd. (Limited), Mr. (Mister), Dr. (Doctor)। ইংরেজি শব্দের সংক্ষিপ্ত বর্ণ রূপে (Abbreviation) ডট ব্যবহার না করাই ভালো। যেমন— SSC, HSC, SMS, MMS, BSS, BA, JSC, MPO, UN, BGB, BSF, RDRS, BRAC, BPL, IPL, ICC, BBC, WFP ইত্যাদি। এক্ষেত্রে ডট ব্যবহার করা ভুল নয়, তবে আমাদের দ্বারা ভুলের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন— BSc, PhD লিখতে গিয়ে B.S.C., P.H.D. লেখা। BSc, PhD-তে ডট ব্যবহার এভাবে হবে B.Sc., Ph.D. শুধু মাঝে ডট দিলে চলবে না যেমন— B.Sc, Ph.D অর্থাৎ Sc. ও D.-এর পরেও ডট হবে (অনুরূপ বাংলাতেও)। সুতরাং ভুল এড়াতে ডট ব্যবহার না করাই শ্রেয়। ইংরেজি শব্দের সংক্ষিপ্ত বর্ণ রূপ দ্বারা যদি শব্দ গঠন হয়, তাহলে এর মাঝে ডট ব্যবহার হবে না। যেমন— UNESCO, UNICEF. বাংলা বানানের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় ডট বা হাইফেন ব্যবহার না করাই শ্রেয়। যেমন— এসএসসি, এইচএসসি, এসএমএস, এমএমএস, বিএ, বিকম, বিএসএস, বিএসসি, সি ইন এড, পিএইচডি, পিসি, আইসিসি, ইউএন, বিবিসি ইত্যাদি। বাংলায় ডট বা হাইফেন ব্যবহারে অনেক সময় ভুলের সৃষ্টিও হতে পারে। যথাসম্ভব এ ধরনের শব্দে হাইফেন ব্যবহার না করাই শ্রেয়। এসব শব্দে কমা (,) ব্যবহার করা যাবে না।

কোলন (:)-এর ব্যবহার:

=> উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত বোঝাতে কোলন ব্যবহার হয়।

বাংলা সন্ধি দু প্রকার : স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি।

=> ব্যাখ্যামূলক/বিবরণমূলক শব্দে কোলন ব্যবহার হয়।

নাম: শামস

পিতার নাম: শামসুল

ঠিকানা: গ্রাম—পায়রাবন্দ, ডাকঘর— পায়রাবন্দ, উপজেলা— রংপুর, জেলা— রংপুর।

বিষয়: বিনা বেতনে অধ্যয়নের জন্য আবেদন।

অনিল: বাতাস, বায়ু

অনীল: যা নীল নয় (নীল অর্থে)

=> গাণিতিক ক্ষেত্রে কোলন ব্যবহার হয়।

১:৯ (অনুপাত)

=> সময় ও তারিখে কোলন ব্যবহার হয়।

২:৩০ মিনিট

তারিখ: ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩

=> নাটকের সংলাপের আগে কোলন ব্যবহার হয়।

দুকড়ি: কী চাই?

কাঙালি: আজ্ঞে, মহাশয় হচ্ছেন দেশহিতৈশী।

[দ্রষ্টব্য: ১ হতে ৪২ নং ক্রমিকগুলো লক্ষ্য করলে কোলনের ব্যবহার বুঝতে সুবিধা হবে। আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে বিসর্গ আর কোলন এক নয়। বিসর্গ বাংলা বর্ণ; কোলন যতিচিহ্ন।]

হাইফেন/যুক্তচিহ্ন (-)-এর ব্যবহার : সমাসবদ্ধ পদে হাইফেন ব্যবহার হবে। যেমন— উপ-সহকারী, ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম, মুহাম্মদ (সা.)-কে আল-আমিন বলা হতো, বিনোদ (২৮)-এর মৃত্যু, Sub-district, SMS-এর মাধ্যমে পাঠাতে হবে, ISF-সহ, ৩-এর, ৫-সহ ইত্যাদি। এ ছাড়া শব্দকে ভেঙে দেওয়া ক্ষেত্রেও হাইফেন ব্যবহার হয়। যেমন— আন্ত-র্জাতিক ইত্যাদি। হাইফেনের শুরুতে বা শেষে কোনো ফাঁকা (স্পেস) হবে না। অর্থাৎ দুটি শব্দকে একত্রে রাখবে।

ড্যাশ (—)-এর ব্যবহার: এম ড্যাশ (—) আকারে হাইফেনের তিনগুণ বড়। এম ড্যাশ (—)-এর বাম দিকটা শব্দের সাথে যুক্ত থাকে এবং ডান দিকটা ফাঁকা (এক স্পেস) রেখে শব্দ লিখতে হয়। একই লাইনে বা, একই প্যারায় যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে দুই বা তারচেয়েও বেশি পৃথক বাক্য লেখার সময় তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহার করা যায়। যেমন— তোমরা দরিদ্রের উপকার কর— এতে তোমাদের সম্মান যাবে না— বাড়বে। অসম্পূর্ণ বাক্যের শেষেও ড্যাশ ব্যবহার হয়। যেমন— বাংলাদেশের রাজধানী হচ্ছে—
ক. চট্টগ্রাম খ. খুলনা গ. ঢাকা ঘ. রাজশাহী।

এন ড্যাশ (–) আকারে হাইফেনের দেড়গুণ বড়। সমার্থক ও বিপরীত ধর্মী শব্দে এন ড্যাশ ব্যবহার হয়। যেমন— দেশি–বিদেশি, সত্য–মিথ্যা ইত্যাদি। এ ছাড়া থেকে বা হতে অর্থেও ব্যবহার হয়। যেমন— ১০–১২ বছর, ঢাকা–খুলনা ইত্যাদি। এ ধরনের শব্দে ইদানীং হাইফেন ব্যবহারের প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে।

কোটেশন মার্ক/ইনভার্টেড কমা/উদ্ধৃতিচিহ্ন (‘ ’ “ ”)-এর ব্যবহার : শব্দকে চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে একটি উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার

হয়। যেমন— ‘সোনার তরী’ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। উক্তিবাচক শব্দে দুটি উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যবহার হবে। যেমন— রেজা বলল, “আমি এখন স্কুলে যাই।”

অ্যাপস্ট্রফি/লোপচিহ্ন (’)-এর ব্যবহার : শব্দকে সংক্ষিপ্তকরণেও এর ব্যবহার হয়। যেমন— ’৭১ সাল (১৯৭১ সাল), ’র (-এর) ইত্যাদি। ইংরেজিতে যেমন— I’m (I am), I’ll (I will or, I Shall). কবিতায় ছন্দের মিল রাখতে লোপচিহ্ন ব্যবহার হয়। বাংলা বানানে লোপচিহ্নের ব্যবহার যথাসম্ভব বর্জনীয়।

অবলিক/স্ল্যাশ/অথবা/বিকল্পচিহ্ন (/)-এর ব্যবহার : বিকল্প শব্দের মাঝে অবলিক (/) বসে। সহজ কথায় এটা নয় ওটা এরূপ বোঝাতে অবলিক ব্যবহার হয়। যেমন—
বৈবাহিক অবস্থা: বিবাহিত/অবিবাহিত ইত্যাদি। যেখানে দু-ই বিদ্যমান যেখানে বিকল্পচিহ্ন ব্যবহার হবে না। যেমন— বিদ্যালয়ে শিক্ষক/কর্মচারী সংখ্যা কম বা, ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যা অনেক বেশি। শুদ্ধরূপ হচ্ছে— শিক্ষক–কমচারী ও ছাত্র–ছাত্রী (ছাত্রছাত্রী)।
স্মারক ও তারিখে অবলিক ব্যবহার হয়। যেমন— ঢাবি/পরী/২০১২-১৩, তারিখ- ১২/১২/২০১২খ্রি.। ইন্টারনেট ব্রাউজারের অ্যাড্রেস বারে লেখার সময় বলা হয় স্ল্যাশ।

যতিচিহ্নের কিছু অশুদ্ধ ও শুদ্ধ ব্যবহার :
চিহ্নের নাম>>>>>> শুদ্ধ >>>> অশুদ্ধ
কোলন >>>>>>> (:) >>>>(ঃ)
কোলন-ড্যাশ >>> (:—) >>> (ঃ-)
ড্যাশ>>>>>>>> (—)>>>> (-)
হাইফেন >>>>>> (-) >>>> (—)

অশুদ্ধ ব্যবহার: পরীক্ষা/২০১২, ২০১২/১৩ শিক্ষাবর্ষ, ২০১২/১৩ অর্থবছর, ১ জানুয়ারি/২০১২ ইত্যাদি।
শুদ্ধ ব্যবহার: পরীক্ষা ২০১২ অথবা, পরীক্ষা–২০১২, ২০১২–১৩ শিক্ষাবর্ষ, ২০১২–১৩ অর্থবছর, ১ জানুয়ারি ২০১২।

প্রয়োজনীয় কিছু শুদ্ধ বানান

চাকরি, সাক্ষী, সাক্ষ্য, এতদ্বারা, এতদসংক্রান্ত, উপর্যুক্ত/উপরিউক্ত, উল্লিখিত, ইতোমধ্যে, ইতঃপূর্বে, পথিমধ্যে, সুষ্ঠু, অদ্যাবধি, যথাবিহিত, আকাঙ্ক্ষা, কাঙ্ক্ষিত, দাবি, জারি, সেবা, পরিষেবা, স্বচ্ছ, সচ্ছল, দ্বন্দ্ব, দূর, দূর-দূরান্ত, দূরীকরণ, অদূর, দূরত্ব, দূরবীক্ষণ, দুরবিন, দূষিত, দূষণ, দূষণীয়, দুর্গা, দুর্গ, দুর্দান্ত, দুরবস্থা, দুরন্ত, দুর্নীতি, দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, দুর্নাম, দুর্ভোগ, দুরাকাঙ্ক্ষা, দুর্দিন, দুর্বল, দুর্জয়, দুরারোগ্য, দুরূহ, ভুবন, ভূমি, অদ্ভুত, ভুতুড়ে, ভস্মীভূত, ভূত, বহির্ভূত, ভূতপূর্ব, ভূমিকা, ভূমিষ্ঠ, ভূয়সী,

ভুক্ত, ভুক্তি, ভুল, ভুয়া, মুহূর্ত, মুমূর্ষু, বিদ্যা, বিদ্বান, উচিত, ফেরত, ফেরতযোগ্য, জগৎ, জগতে, বিদ্যুৎ, বিদ্যুতে, ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যতে, আত্মসাৎ, আত্মসাতে, যাবৎ, সাক্ষাৎ, সাক্ষাৎকার, সাক্ষাতে, পাইকারি, সরকারি, দরকারি, তরকারি, মস্কারি, সহকারী, আবেদনকারী, সাহায্যকারী, পরিবেশনকারী, দর্শনকারী, তদারককারী, দুষ্কৃতকারী, অনিষ্টকারী, অনুসারী, কর্মচারী, প্রতীকী, যাত্রী, ছাত্রী, ধনী, মীমাংসা, মনীষী, সীমা, সীমাহীন, ইদানীং, তদানীং, সমীচীন, সর্বাঙ্গীণ, গোষ্ঠী, ঋণগ্রহীতা, লক্ষ্মী, হীরা, হীরক, নীল, সুনীল, নীলা, নীলক, নীলিমা, সজীব, রাজীব, রবীন্দ্র, নারায়ণ, যক্ষ্মা, পৈতৃক, অমাবস্যা, ধরন, ধারণ দরুন, দারুণ, ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্বতন, স্তূপ, অত্যন্ত, অত্যধিক, অধ্যয়ন, ব্যাকরণ, গগন, প্রাঙ্গণ, সান্ত্বনা, সর্বস্বান্ত, শীতার্ত, সদ্যোজাত, অগ্রিম, নিখুঁত, ব্যাহত, অব্যাহত, অব্যাহতি, একমুখী, দ্বিমুখী, ত্রিমুখী, বহুমুখী, মুখোমুখি, পায়রা, যাবজ্জীবন, উজ্জীবিত, গরিব, রুপা, রুপালি, রূপ, রূপান্তর, রূপান্তরিত, স্বরূপ, রূপসী, কার্যাবলি, শর্তাবলি, ব্যাখ্যাবলি, নিয়মাবলি, তথ্যাবলি, জরুরি, বদলি, মেয়াদি, মঞ্জুরি, মজুরি, কারিগরি, আমদানি, রফতানি/রপ্তানি, জ্বালানি, নতুন, নূতন, পুনঃপ্রকাশ, পুনঃপরীক্ষা, পুনঃপ্রবেশ, পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পুনর্জীবিত, পুনর্নিয়োগ, পুনর্নির্মাণ, পুনর্মিলন, পুনর্লাভ, পুনর্মুদ্রিত, পুনর্বিচার, পুনর্বিবেচনা, পুনর্গঠন, পুনর্বাসন, পুনরুদ্ধার, পুনরাবৃত্তি, পুনরুক্তি, মূর্খ, খাস, অগ্রহায়ণ, পুষ্করিণী, শাশ্বত, শ্বশুর, শাশুড়ি, মনোযোগ, শিরশ্ছেদ, অঞ্জলি, গীতাঞ্জলি, শ্রদ্ধাঞ্জলি, রাত্রি, অপরাহ্ণ (ণ), পূর্বাহ্ণ (ণ), মধ্যাহ্ন (ন), সায়াহ্ন (ন), অভ্যস্ত, আশ্বস্ত, স্বস্তি, অস্বস্তি, বাধাগ্রস্ত, ক্ষতিগ্রস্ত, হতাশাগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত, নিকটস্থ, দ্বারস্থ, মুখস্থ, কণ্ঠস্থ, মঞ্চস্থ, পদস্থ, অপদস্থ, সুস্থ, দুস্থ, পুরস্কার, পুরস্কৃত, তিরস্কার, নমস্কার, ভাস্কর, আবিষ্কার, দুষ্কর, বহিষ্কৃত, বহিষ্কার, নিষ্কাশন, নিষ্পাপ, নিষ্পত্তি, মস্তিষ্ক, সরকারি, বেসরকারি, বাড়ি, গাড়ি, শাড়ি, আসামি, আইনি, বেআইনি, ইরানি, জাপানি, ইংরেজি, হিন্দি, পাঞ্জাবি, কাশ্মিরি, আরবি, ফারসি, হিজরি, মালি, পাগলামি, ফরিয়াদি, দিঘি, নানি, দাদি, মামি, চাচি, মাসি, দিদি, রেশমি, পশমি, সূচি, সূচিপত্র, কর্মসূচি, সরণি, পদবি, পঞ্জি, অঙ্ক, অঙ্কন, অঙ্কিত, অঙ্কুর, অঙ্গ, অঙ্গন, আকাঙ্ক্ষা, আঙ্গুল/আঙুল, আশঙ্কা, ইঙ্গিত, উলঙ্গ, কঙ্কর, কঙ্কাল, কুঙ্কুম, গঙ্গা, চোঙ্গা/চোঙা, টাঙ্গা, ঠোঙ্গা/ঠোঙা, দাঙ্গা, পঙ্‌ক্তি, পঙ্কজ, পঙ্ক, পতঙ্গ, প্রাঙ্গণ, প্রসঙ্গ, বঙ্গ, বাঙালি/বাঙ্গালি, ভঙ্গ, ভঙ্গুর, ভাঙ্গা/ভাঙা, মঙ্গল, রঙ্গিন/রঙিন, লঙ্কা, লঙ্গরখানা, লঙ্ঘন, লিঙ্গ, শঙ্কা, শঙ্ক, শঙ্খ, শশঙ্ক, শৃঙ্খল, শৃঙ্গ, সঙ্গ, সঙ্গী, সঙ্ঘাত, সঙ্গে, হাঙ্গামা, হুঙ্কার, স্বাতন্ত্র্য/স্বতন্ত্র/স্বতন্ত্রতা, দারিদ্র্য/দরিদ্র/দরিদ্রতা, বাল্মীকি, ত্রিনয়ন, প্রণয়ন, উচ্ছ্বাস, সত্বর, চত্বর, তত্ত্বাবধায়ক, তত্ত্বাবধান, আয়ত্ত, তত্ত্ব, উপাত্ত, সত্তা, ব্যক্তিসত্তা, জাতিসত্তা, মানবসত্তা, অন্তঃসত্ত্বা, সত্ত্বেও, স্বত্বাধিকার, স্বার্থান্বেষী, বাগ্বিতণ্ডা, শরণার্থী, শরণাপন্ন, একাকী, একাকিত্ব, শাড়ি, লুঙ্গি, উচ্ছৃঙ্খল, মনোনীত, কীর্তন, রজনী, ব্যতীত, ব্যতিক্রম, ব্যতিরেকে, চাকরিজীবী, পেশাজীবী, কর্মজীবী, আইনজীবী, শ্রমজীবী, জীবিকা, জীবিত, মন্ত্রী, মন্ত্রিত্ব, মন্ত্রিসভা, মন্ত্রিপরিষদ, শ্রেণিকক্ষ, প্রাণী, প্রাণিবিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, প্রাণিজগৎ, প্রাণিসম্পদ, মহৎ, মহত্ত্ব, মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, দেবত্ব, ধর্মত, কার্যত, ন্যায়ত, করত, বস্তুত, ক্রমশ, প্রায়শ, হতভম্ব, মুরব্বি, ভিড়, পচা, পঞ্চাশ, পাঁচ, পঁচিশ, পঁয়ত্রিশ, সাঁইত্রিশ, পঁয়তাল্লিশ, পঁয়ষট্টি, পঁচাত্তর, পঁচাশি, পঁচানব্বই, আঁকাবাঁকা, রেস্তোরাঁ, চাঁদ, ছোঁয়া, দাঁত, ঠোঁট, ফাঁক, শুঁড়, কাঁকরোল, আঁতুর, ঝাঁকুনি, ফাঁদ, ইঁদুর, ঢেঁড়স, তেঁতুল, পুঁইশাক, পেঁপে, কুঁজ, পুঁজ, স্যাঁতস্যাঁতে, ধাঁধা, ষাঁড়, উঁচু, বাঁশ, কাঁঠাল, কাঁচা, আঁশ, গুঁড়া, আঁধার, বাঁধাই, দুঃসহ, দুঃসময়, দুর্বিষহ, মৌসুমি, আভিজাত্য, আলস্য, সামর্থ্য, আতিথ্য, আধিক্য, কৌলীন্য, শৈথিল্য, বৈশিষ্ট্য, দৈর্ঘ্য, অর্ঘ্য, শৌর্য, সৌন্দর্য, কার্য, সূর্য, আশ্চর্য, হীনম্মন্যতা, মারপ্যাঁচ/মারপেঁচ, মনোমালিন্য, মরূদ্যান, ভূগোল, ভৌগোলিক, ভবিষ্যদ্বাণী, গৃহিণী, সদ্ব্যবহার, এক্ষুনি, ইসলামি, হজ, আলহাজ, তফসিল, সালিস, আস্‌সালামু আলাইমুক, শাহাদত, শামস, সালাম, সালাত, সানা, সফর, কিসমত, ইহসান, ইনসান, ইনসাফ, নসিব, মুসল্লি, মুসাফির, ক্লাস, গ্লাস, গ্রিন, গ্রিক, গ্রিস, ব্রিটিশ, ব্রিটেন, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, রিকশা, অটোরিকশা, ক্রাইস্ট, খ্রিষ্ট, খ্রিষ্টীয়, যিশুখ্রিষ্ট, খ্রিষ্টাব্দ, খ্রিষ্টান, মোটরসাইকেল, ডিগ্রি, চিফ, শিট, শিপ, নমিনি, কিডনি, ফ্রি, স্কিন, স্ক্রিন, স্কলারশিপ, পার্টনারশিপ, ফ্রেন্ডশিপ, সুপারিনটেনডেন্ট, শেক্সপিয়র, স্টেশনারি, নোটারি, লটারি, সেক্রেটারি, টেরিটরি, ক্যাটাগরি, ট্রেজারি, ব্রিজ, প্রাইমারি, মার্কশিট, গ্রেডশিট, কি-বোর্ড, গিয়ার, লিডার, লিড, লিপ-ইয়ার, লিজ, নিট, রিড, রিডার, সিট, সি-বিচ, ড্রিম, স্পিকার, টিয়ার, ডিন, সিল, টিচার, টি, বিউটি, প্লিজ, রিলিজ, টিম, ক্রিম, আইসক্রিম,

স্টিমার, জানুয়ারি, ফ্রেব্রুয়ারি, সমিল (করাতকল), প্রিন্ট, স্টোর, স্টাফ, স্টার, ইনস্টিটিউট, বাসস্ট্যান্ড, ফটোস্ট্যাট, হর্ন, কর্নার, পর্নো, পর্নোগ্রাফি, মডার্ন, এশিয়ান, এশীয়, ইউরোপিয়ান, ইউরোপীয়, ইটালিয়ান, ইতালীয়, কোরিয়ান, কোরীয়, স্পেনিশ, স্পেনীয়, মিসরীয় ইত্যাদি।

=> যেসব বানান ভেঙে দেওয়া হয়েছে— মাদ্রাসা>মাদরাসা, ফর্ম> ফরম, কর্পোরেশন>করপোরেশন, পেন্সিল>পেনসিল, আব্দুল>আবদুল, আব্দুস> আবদুস, আব্দুর>আবদুর ইত্যাদি।

=> সামাজিক যোগাযোগভিত্তিক সাইটগুলোতে ব্যবহৃত কিছু শুদ্ধ বানান— ব্লগিং, ব্লগীয়, পেজ, ফেসবুক, পোস্ট, স্টিক, রি-পোস্ট, ট্যাগ, মিস ইত্যাদি।

=> অ-তৎসম শব্দ অনুযায়ী দেশি, বিদেশি, বাংলাদেশি, শ্রেণি, পল্লি, নবি, মহানবি, শহিদ, প্রণালি, নির্বাচনি, বহুনির্বাচনি, নবাবি বানানগুলো পরিবর্তন হয়েছে।

=> ভুল বানান ব্যবহার যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে—
১. বাংলা ভাষা ও বানানের প্রতি অবজ্ঞা;
২. ভাষা জ্ঞানহীন কিছু লেখকের ভুলে ভরা লেখা;
৩. ভুলে ভরা চাকরির বিজ্ঞপ্তি।
এগুলো ছাড়াও বিভিন্নভাবে ভুল ব্যবহারের প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন অনেকেই ভাবতে শুরু করেছে— ঈ-কারের পরিবর্তে ই-কার ব্যবহার বা, ই-কারের পরিবর্তে ঈ-কার ব্যবহার তেমন কোনো ভুল নয়। রাজীবকে লিখছে রাজিব, সজীবকে লিখছে সজিব। আবার বলে নাম হিসেবে ই-কার বা, ঈ-কার ভুল নয়! আমাদের অবশ্যই জানা উচিত এ ধারণাটি সবক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থবহ কিছু শব্দ আছে— যা নাম হিসেবেও ব্যাকরণবিধি মেনে চলতে হবে। যেমন— রাজীব, সজীব, নীল, রবীন্দ্র, রবি ইত্যাদি। অর্থাৎ অর্থবহ বাংলা শব্দ দ্বারা গঠিত নাম। যাদের এ সম্পর্কে ধারণা আছে— তারা নাম হিসেবেও অর্থবহ শব্দের শুদ্ধ ব্যবহার করতে জানে। বাংলা বিভাগের কিছু শিক্ষক ছাড়া অন্যান্য বিভাগের শিক্ষকদের বাংলা ভাষা ও বানান সম্পর্কে ধারণা নেই বললেই চলে। এমন কিছু লোক আছে যারা মনে করে আমার ব্যবহার করা বানানটি শুদ্ধ! অন্যরা ভুলটি ধরিয়ে দিতে গেলে তাদের শুনতে হয় নানা কথা! কেউবা আবার শুদ্ধটাকে ভুল ভেবে ভুলই ব্যবহার করছে। যে যেভাবে পাচ্ছে ভুলে ভরা লেখা দিয়ে সাইনবোর্ড, ব্যানার, পোস্টার টাঙিয়ে দিচ্ছে। আর এর প্রভাব পরছে অগণিত মানুষের মাঝে। দেখা যাচ্ছে প্রতিটি ব্যক্তির, প্রতিটি পত্রিকার, প্রতিটি সংস্থার, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বানান রীতি আছে! কেউ দাবি করছে এটা ঠিক; কেউ বলছে ওটা ঠিক!
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ বানানের বেলায় ঈ-কার ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ এটি তাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে জড়িয়ে। কিন্তু আপনি যখন ফুটবল লিগ, ক্রিকেট লিগ, এই লিগ, সেই লিগ লিখবেন তখন অবশ্যই ই-কার ব্যবহার করতে হবে।
আমরা চাই বানানটা যাতে সবার কাছে এক হয়। এর জন্য দুই বাংলার বাংলা Academy (!)-কে জোর অনুরোধ করছি। আমি আসলে Academy-কে বাংলায় কোন রূপে লিখব ভেবে পাচ্ছি না। Academy (অ্যাকাডেমি) = একাডেমী, একাডেমিসহ আরো দু-তিন রূপে বাংলায় ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে! একটি বিদেশি শব্দের কত রকম বানান! এর মধ্যে বাংলাদেশের বাংলা Academy নিজই একাডেমী ও একাডেমি ব্যবহার করেছে! বর্তমানে একাডেমীকে একাডেমি করা হয়েছে। বাকিগুলো যে

যেভাবে পাচ্ছে ব্যবহার করছে। চলুন বাংলা একাডেমি/একাডেমী দেখে আসি: http://www.banglaacademy.org.bd
আর পশ্চিমবঙ্গে বাংলা Academy-কে আকাদেমি না অকাদেমি লিখব ভেবে পাচ্ছি না। Academy-র A-কে আ হিসেবে ধরলে বাংলায় আকাদেমি হয়, আর অ হিসেবে ধরলে অকদেমি হয়। প্রথমের A-কে অ পরের A-কে আ হিসেবে ধরলে অকাদেমি, আর প্রথমে A-কে আ পরের A-কে অ হিসেবে ধরলে আকদেমি হয়। এবার চলুন আকাদেমি/অকাদেমি দেখে আসি:

http://www.banglaacademy.in
যাই হোক, Academy (অ্যাকাডেমি) বিদেশি শব্দের কারণে আমার অবুঝ এ মতটুকু প্রকাশ করলাম! এক্ষেত্রে ভাষাবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যাতে দুই বাংলার Academy নিয়ে একটু আলোচনা করে। যাতে আমার মতো অনেকেরই বুঝতে সুবিধা হয়। আমার অজান্তে হয়তো এখানেও ভুল-ত্রুটি রয়ে গেছে— সেগুলোও দেখবেন।

=> এতদ্বারা সকলের/সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ...। না লিখে এভাবে লেখা উচিত— এতদ্বারা সকলকে/সর্বসাধারণকে অবগত করা যাচ্ছে যে, ...। বা, এতদ্বারা সকলকে/সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, ...। কারণ ‘অবগত’ ও ‘জানানো’ শব্দ দুটির একই অর্থে ব্যবহৃত।

=> বিভিন্ন আবেদনপত্রে দেখা যায়, একই বক্সে বিভাগ/শ্রেণি/জিপিএ লেখা হয়ে থাকে। এখানে বিভাগ/শ্রেণি/জিপিএ না লিখে ফলাফল লেখাই শ্রেয়। এতে পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি পায়।

বাংলা বর্ণ তথ্য:

=> বাংলা স্বরবর্ণগুলো হচ্ছে— অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ।
=> বাংলা ভাষার মৌলিক স্বরধ্বনিগুলো হচ্ছে— অ আ ই উ এ ও অ্যা।
=> বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণগুলো হচ্ছে— ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ ।
=> পূর্ণ মাত্রার ৩২টি বর্ণগুলো হচ্ছে— অ আ ই ঈ উ ঊ ক ঘ চ ছ জ ট ঠ ড ঢ ত দ ন ফ ব ভ ম য র ল ষ স হ ড় ঢ় য়।
=> অর্ধ মাত্রার ৮টি বর্ণগুলো হচ্ছে— ঝ থ গ শ ণ থ ধ প।
=> মাত্রাহীন ১০টি বর্ণগুলো হচ্ছে— এ ঐ ও ঔ ঙ ঞ ৎ ং ঃ ঁ।

বাংলায় প্রচলিত বিদেশি শব্দের বানান

Apple (অ্যাপল) > আপেল

America (অ্যামেরিকা) > আমেরিকা

August (অগাস্ট) > আগস্ট

China (চায়না)> চীন

Christ (ক্রাইস্ট) > খ্রিষ্ট

Christian (ক্রিস্টিয়ান/ক্রিশ্চিয়ান) > খ্রিষ্টান

December (ডিসেম্বার) > ডিসেম্বর

Doctor (ডক্টর) > ডাক্তার

English (ইংলিশ)> ইংরেজি

Egypt (ইজিপ্ট) > মিসর

Hospital (হসপিটাল) > হাসপাতাল

Italy (ইটালি) > ইতালি

Jesus (জিসাস) > যিশু

Madam (ম্যাডাম) > মাদাম

November (নভেম্বার) > নভেম্বর

Notice (নোটিস)> নোটিশ

Number (নাম্বার) > নম্বর

October (অক্টোবার) > অক্টোবর

Police (পুলিস)> পুলিশ

September (সেপ্টেম্বার) > সেপ্টেম্বর

Sir (সার) > স্যার

Table (টেবল) > টেবিল

এ ছাড়া আলমিরা>আলমারি, কুরআন>কোরান ইত্যাদি শব্দগুলো বাংলায় এরূপ ব্যবহার হয়ে আসছে।

সমোচ্চারিত শব্দের ব্যবহার

অর্ঘ: মূল্য

অর্ঘ্য: পূজার উপকরণ

অনিল: বাতাস, বায়ু

অনীল: যা নীল নয় (নীল অর্থে)

অন্ন: ভাত

অন্য: অপর

আসা: আগমন
আশা: প্রত্যাশা, ভরসা

আবরণ: আচ্ছাদন
আভরণ: গহনা, অলংকার, ভূষণ

উদ্দেশ: সন্ধান করা অর্থে
উদ্দেশ্য: লক্ষ্য

কাঁচা: অপক্ক, কোমল
কাচা: ধৌত করা

কাঁটা: কণ্টক
কাটা: কর্তন

কাঁদা: ক্রন্দন
কাদা: কর্দম

কূল: তীর, উপকূল
কুল: বরই/জাত (বংশ)

কাল : সময় অর্থে
কালো: রং অর্থে

করুন: ক্রিয়া পদে ব্যবহার
করুণ: (শোচনীয়) বিশেষণ পদে

কেন: কী জন্য
কেনো: ক্রয় করো

গাঁথা: গেঁথে দেয়া
গাথা: কাহিনী, কাহিনীকাব্য

গাঁ: গ্রাম

গা: শরীর

গোঁড়া: অন্ধ বা উগ্রভাবে সমর্থনকারী
গোড়া: নিচের অংশ

জোড়: যুগল
জোর: বল, শক্তি, সামর্থ্য

তৈরি : ক্রিয়া পদে ব্যবহার
তৈরী : বিশেষণ পদে ব্যবহার

দাড়ি: মুখের লোম
দাঁড়ি: দাঁড় টানা, পূর্ণচ্ছেদ

দীপ: বাতি/প্রদীপ
দ্বীপ: জলবেষ্টিত উঁচু স্থান
দেড়ী: দেড়গুণ
দেরি: বিলম্ব

ধুম: প্রাচুর্য, জাঁকজমক
ধূম: ধোঁয়া

নিচ : নিচু, তল, নিচের দিক
নীচ : নিকৃষ্ট, হীন

পাড়ি: পারাপার
পারি: সমর্থ বা সক্ষম হওয়া

পড়পড়: পড়ন্ত
পরপর: একের পর এক

পুত: পুত্র
পূত: পবিত্র

বাণী: কথা, উক্তি

বানি: গয়না তৈরির মজুরি

বাঁ: বাম
বা: অথবা, কিংবা

বাঁধা: বন্ধন
বাধা: প্রতিহত করা, রোধ করা

মন: অন্তর, হৃদয়, চেতনা
মণ: ভর/ওজন অর্থে (৪০ কেজি)

মত: মতামত
মতো: একই/সদৃশ্য (দোষ-গুণ তুলনার্থে)

লক্ষ: লাখ (১০০ হাজার)
লক্ষ্য: উদ্দেশ্য, খেয়াল

শর: তীর/তৃণবিশেষ
ষড়: ছয় (৬)

সর: দুধের মালাই
স্বর: আওয়াজ, শব্দ, সুর

শব: মৃতদেহ
সব: সমস্ত

সুত: পুত্র
সূত: সারথি, জাত

শিকার: মৃগয়া
স্বীকার: মানা, বরণ করা

সকল: সব, সমস্ত
শকল: মাছের আঁশ

সাড়া: শব্দ বা ডাকের জবাব, প্রতিক্রিয়া
সারা: সমগ্র, শেষ, আকুল

শাড়ি: কাপড় বিশেষ
সারি: গানের নাম, শ্রেণিবদ্ধ

স্বত্ব: নিজ, স্বামিত্ব/অধিকার
সত্য: যথার্থ

শোনা: শ্রবণ
সোনা: স্বর্ণ

হিসাব/হিসাবে: সাধু ভাষায় এবং গণনা করা অর্থে
হিসেবে: চলতি ভাষায় এবং ব্যক্তি বা বস্তুর দোষ-গুণ, পার্থক্য, তুলনা, পদবি অর্থে

হত: করুণ/খুবই/দরিদ্র/নিম্ন অবস্থা অর্থে
হতো: হইত/হবে এমন (কেমন হতো/ভালো হতো/মন্দ হতো)

দেশি–বিদেশি কিছু শব্দের ব্যবহার নিম্নরূপ:

পাস (Pass): উত্তীর্ণ, অনুমোদন
পাশ (Side): পার্শ্ব, আশপাশ

শিট (Sheet): পাত/পাতা/তা
সিট (Seat/Sit): আসন/বসা

ডিক্রি: আইন, রায়
ডিগ্রি: উপাধি, ধাপ

মোটর: যান্ত্রিক যান
মটর: ডাল জাতীয় খাদ্য

সিম: সিম-কার্ড
শিম: সবজি

প্রতিবর্ণ
অ=A,আ=A, ই=I, ঈ=I, উ=U, ঊ=U, ঋ=RI, এ=E, ঐ=AI, ও=O, ঔ=AU

অ-কার/আ-কার (া)=A, ই-কার/ঈ-কার (ি/ী)=I/EE, উ-কার/ঊ-কার (ু/ূ)=U/OO, ঋ-কার (ৃ)=RI, এ-কার (ে)=E, ঐ-কার (ৈ)=AI, ও-কার (ো)=O, ঔ-কার (ৌ)=AU (OW/OU)

ক=K, খ=Kh, গ=G, ঘ=GH, ঙ=NG, চ=CH, ছ=CHH, জ=J (Z), ঝ=JH (ZH), ঞ=N, ট=T, ঠ=TH, ড=D, ঢ=DH, ণ=N, ত=T, থ=TH, দ=D, ধ=DH, ন=N, প=P, ফ=F (PH) ব=B, ভ=BH, ম=M, য=Y, র=R, ল=L, শ=SH, ষ=SH, স=S, হ=H, ড়=R, ঢ়=R, য়=Y, ৎ=T, ং=NG, ঃ=H, ঁ=N

ব-ফলা (্ব)=W (WA), ম-ফলা (্ম)=M (MA) য-ফলা (্য)=Y (YA), র-ফলা (্র)=R (RA) এবং জ্ঞা= GYA, ক্ষ= KSH (X), হ্ম=HM, ঙ্ক/ংক=NK, ঙ্গ/ংগ=NG.

অক্ষিতা=Akshita, অক্ষয়=Akshay, অঙ্কন=Ankan, অঙ্কিতা=Ankita, অঙ্কুর=Ankur, অজিত=Ajit (জিত/জিৎ), অজয়=Ajay, অঞ্জয়=Anjay, অঞ্জলি=Anjali, অতনু=Atanu, অতুল=Atul অদিতি=Aditi, অনু=Anu, অন্তর=Antar, অন্তরা=Antara, অনন্ত=Anant/Ananath/Ananta, অর্ণব=Arnab, অপু=Apu, অপূর্ব=Apurba, অবন্তী=Abanti, অবনি=Abani, অভিরাজ=Abhiraj, অভিষেক=Abhishek, অভীক=Abhik, অভয়=Abhay, অমিত=Amit, অমিয়=Amiya, অমর=Amar, অমল=Amal, অনিক=Anik, অনিকা=Anika, অর্চনা=Archana.

আকাঙ্ক্ষা=Akanksha, আঁখি=Ankhi, আচার্য=Acharya, অনু/আনু=Anu, আনন্দ=Anand/Ananda, আপন=Apan, আভা=Abha, আল্পনা=Alpana, আর্য= Arya/Aryan.

ইতি=Iti, ইন্দ্রনীল=Indraneel, ইন্দ্রজিত=Indrajit, ইন্দু=Indu, ইশান্ত=Ishant/Ishanth/Ishanta.

ঈশ্বর=Ishwar, ঈশান=Ishan, ঈশানী=Ishani, ঈশিকা=Ishika, ঈশিতা=Ishita.

উজ্জ্বল=Ujjwal, উজ্জ্বলা=Ujjwala, উত্তম=Uttam, উৎপল=Utpal, উদ্দীপ্ত=Uddipt/Uddipth/Uddipta, উদিচ্য=Udichya, উদয়=Uday, উদয়া=Udaya, উপেন্দ্র=Upendra, উপমা=Upama, উপল=Upal, উপলা=Upala, উমা=Uma, উমেদ=Umed.

ঊর্জিত=Urjit, ঊর্মি=Urmi, ঊষা=Usha.

ঋজু= Riju, ঋত্বিক=Ritwik, ঋত্বিকা=Ritwika, ঋতু=Ritu, ঋষি=Rishi.

একান্ত=Ekant/Ekanth/Ekanta, একাম্বর=Ekambar, একতা=Ekta/Ekata, এষা=Esha, এষাণা=Eshana.

ঐশ্বর্য (ঐশ্বরিয়া)=Aishwarya, ঐশিক=Aishik, ঐশী= Aishi/Aishee.

ওনম=Onam, ওম=Om, ওমানন্দ=Omanand/Omananda, ঔষধালয়=Aushadhalay.

ক্ষিতিজ=Kshitij, কাঁকন=Kankan, কঙ্কণ=Kankan, কঙ্কণা=Kankana,কাকলি/কাকলী=Kakali, কাজল=Kajal, কাঞ্চন=Kanchan, কাঞ্চনা=Kanchana, কান্ত=Kant/Kanth, কান্তা=Kanta, কানন=Kanan, কামনা=Kamana, কালিচরণ=Kalicharan, কিরণ=Kiran, কেশব=Keshab, কেয়া=Keya, কৈলাশ=Kailash, কোমল=Komal, কৌশিক= Kaushik (Kowshik/Koushik), কনক=Kanak, কণিকা=Kanika, কণা=Kana, কন্যামতি=Kanyamati, কুন্দন=Kundan, কৃপাচার্য=Kripacharya, কপিল=Kapil, কপিলা=Kapila, কবিতা=Kabita, কমল=Kamal, কমলা=Kamala/Kamla, কমলিকা=Kamalika, করুণা=Karuna, কল্পনা=Kalpana, কলি=Kali, কৃষ্ণ/কৃষ্ণা=Krishna.

খুকি=Khuki, খুকু=Khuku, খোকা=Khoka, খোকন=Khokan, খুশি=Khushi.

গগন=Gagan, গায়ত্রী=Gayatri, গোবিন্দ=Gobind/Gobinda, গৌরাঙ্গ=Gaurang/Gauranga (Gowrang/Gowranga/Gourang/Gouranga) গৌতম=Gautam (Gowtam/Goutam), গৌরী=Gauri, গৌরব=Gaurab (Gowrab/Gourab), গজেন্দ্র=Gajentra, গণেশ=Ganesh

ঘোষ=Ghosh, ঘোষাল=Ghoshal, ঘোষলে=Ghoshle/Ghoshley

চক্রধর=Chakradhar, চক্রেশ=Chakresh, চিত্র/চিত্রা=Chitra, চিত্রক=Chitrak, চিরঞ্জীব=Chiranjib, চেতনা=Chetana, চৈতান্য=Chaitanya, চৈতালী=Chaitali, চৈতী=Chaiti, চঞ্চল=Chanchal, চঞ্চলা=Chanchala, চন্দ্র/চন্দ্রা=Chandra, চন্দ্রক=Chandrak, চন্দ্রিমা=Chandrima, চন্দ্রজ=Chandraj, চন্দ/চন্দা=Chanda, চন্দন=Chandan, চন্দনা=Chandana, চন্না=Channa, চম্পা=Champa, চয়ন=Chayan, চান=Chan, চাঁদ=Chand, চাঁদনী=Chandni, চাঁপা=Chanpa, চৌধুরী=Chaudhury (Chowdhury/Choudhury).

ছায়া=Chhaya, ছোটন=Chhotan, ছন্দ/ছন্দা=Chhanda, ছবি=Chhabi.

জ্যোতি=Jyoti, জ্যোতিকা=Jyotika, জ্যোতিষ=Jyotish, জ্যোৎস্না=Jyotsna, জগৎ=Jagat, জগদীশ=Jagadish,

জিত/জিৎ=Jeet/Jit, জীবন=Jeeban/Jiban, জোছনা=Jochhna, জবা=Jaba, জয়=Jay, জয়িতা=Jayeeta/Jayita, জয়া=Jaya, জয়াবন্ত=Jayabant/Jayabanth/Jayabanta, জয়ন্ত=Jayant/Jayanth/Jayanta, জয়ন্তী=Jayanti, জয়শ্রী=Jayashri, জুঁই=Juin/Jueen, জাদু=Jadu.

ঝিরি=Jhiri, ঝিলিক=Jhilik, ঝিলমিল=Jhilmil, ঝুমু=Jhumu, ঝুমকী=Jhumki, ঝুমা=Jhuma, ঝুমঝুম=Jhumjhum, ঝরনা=Jharna, ঝলক=Jhalak, ঝুলন=Jhulan.

টিপু=Tipu, টিয়া=Tiya, টোকন=Tokan, টোনা=Tona, টুটুল=Tutul, টুনি=Tuni, টুম্পা=Tumpa, টিকলী=Tikli, ঠাকুর=Thakur, ঠুসি=Thusi, ডাকিনী=Dakini, ঢোলা=Dhola, ঢুলি=Dhuli.

তারক=Tarak, তারকেশ্বর=Tarakeshwar/Tarkeshwar, তীর্থ=Tirth/Tirtha, তনু=Tanu, তনয়=Tanay, তনয়া=Tanaya, তন্ময়=Tanmay, তনিকা=Tanika, তপতী=Tapati, তপন=Tapan, তরু=Taru, তরুণ=Tarun, তুলসী=Tulsi, তুষ্টি=Tushti.

দাস=Das, দিগন্ত=Digant/Diganth/Diganta, দিনেন্দ্র=Dinentra, দিব্য=Dibya, দীক্ষা=Deeksha, দীপ্তি=Deepti, দীপক=Deepak, দীপঙ্কর=Deepankar, দেব=Deb, দেবী=Debi, দেবেন্দ্র=Debendra, দেবযানী=Debyani, দৈব্য=Daibya, দত্ত=Dutt/Datta, দুর্জয়=Durjay, দুর্জয়া=Durjaya, দর্শন=Darshan, দর্শনা=Darshana, দুরন্ত=Duranta, দয়াল=Dayal.

ধ্রুব=Dhruba, ধীরেন্দ্র=Dhirendra, ধনবন্ত=Dhanabant/Dhanabanth/Dhanabanta, ধনবন্তী=Dhanabanti, ধর্মানন্দ=Dharmanand/Dharmananda, ধর্মেন্দ্র=Dharmendra.

নাগেন্দ্র=Nagendra, নাতিশা=Natish, নারায়ণ=Narayan, নিগম=Nigam, নিধি=Nidhi, নিপুণ=Nipun, নিলয়=Nilay, নিহার=Nihar, নীরাজ=Niraj, নীলা=Nila, নীলম=Nilam, নীহারিকা=Niharika, নন্দ=Nanda, নন্দিকা=Nandika, নন্দিতা=Nandita, নন্দিনী=Nandini, নন্দনা=Nandana, নবনীতা=Nabanita, নরেন্দ্র=Narendra, নলিনী=Nalini, নয়ন=Nayan, নয়না=Nayana.

প্রগতি=Pragati, প্রমিলা=Pramila, প্রজ্ঞা=Pragya, প্রণব=Pranab, প্রণয়=Pranay, প্রতাপ=Pratap, প্রতিক্ষা=Pratiksha, প্রতিজ্ঞা=Pratigya, প্রতিভা=Pratibha, প্রতিম=Pratim, প্রতীক=Pratik, প্রতীন্দ্র=Pratindra, প্রতীপ=Pratip, প্রাচী=Prachi, প্রাপ্তি=Prapti, প্রার্থনা=Prarthana, প্রিয়া=Priya, প্রিয়াঙ্কা=Priyanka, প্রিতম=Pritam, প্রীতি=Priti, প্রেক্ষা=Preksha, প্রেম=Prem, প্রেমা=Prema, প্রেমী=Premi, প্রেরণা=Prerana, প্রেয়সী=Preyasi, প্রদীপ=Pradip, প্রদীপ্ত= Pradipt/Pradipth/Pradipta, প্রধান=Pradhan, প্রধানী=Pradhani, প্রবীণ=Prabin, প্রবীর=Prabeer, প্রভু=Prabhu, প্রভা=Prabha, প্রভাত=Prabhat, প্রভাতী=Prabhati, প্রমোদ=Pramod, প্রশান্ত=Prashant/Prashanth/Prashanta, প্রশান্তি=Prashanti, প্রসাদ=Prasad, প্রসেন=Prasen, প্রসন্ন=Prasanna, পঙ্কজ= Pankaj, পার্থ=Parth/Partha, পার্বতী=Parbati, পায়েল=Payel, পূজা=Pooja/Puja, পনির=Panir, পুনম=Punam, পবিত্র=Pabitra, পবন=Paban, পুণ্য=Punya, পূর্ণ/পূর্ণা=Purna, পূর্ণিমা=Purnima, পর্বত=Parbat, পরিতোষ=Paritosh, পরেশ=Paresh, পরশ=Parash,

পল্লব=Pallab, পল্লবী=Pallabi, পলাশ=Palash, পুষ্প=Pushpa.

ফটিক=Fatik, ফুলকী=Fulki, ফুলতী=Fulti, ফুলন=Fulan.

বকুল=Bakul, বাদল=Badal, বামন=Baman, বিক্রম=Bikram, বিকাশ=Bikash, বিজলী=Bijli, বিজয়=Bijay, বিজয়া=Bijaya, বিদ্যা=Bidya, বিদ্যুৎ=Bidyut, বিভা=Bibha, বিভাস=Bibhas, বিমল=Bimal, বিমলা=Bimala, বিশ্বাস=Bishwas, বিশ্বজিত=Bishwajit, বিষ্ণু=Bishnu, বীরেন্দ্র=Beerendra/Birendra, বৈশাখী=Baishakhi, বৈশালী=Baishali, বানু=Banu, বন্ধন=Bandhan, বাঁধন=Bandhan, ব্যাপারী=Byapari, বর্মন=Barman, বরুণ=Barun, বসু=Basu, বসন্ত=Basant/Basanth/Basanta, বসন্তী=Basanti, বসুমতি=Basumati.

ভূঁইয়া=Bhuiyan, ভাগ্যনাথ=Bhagyanath, ভানু=Bhanu, ভাবনা=Bhabna, ভাস্কর=Bhaskar, ভীম=Bhim, ভীমু=Bhimu, ভৈরব=Bhairab, ভৈরবী=Bhairabi, ভুবন=Bhuban.

মুক্ত/মুক্তা=Mukta, মুক্তি=Mukti, মুগ্ধ=Mugdha, মঙ্গলা=Mangala, মঙ্গলেশ=Mangalesh, মিঞা=Mian, মিয়া=Miah, মাধব=Madhan, মাধবী=Madhabi, মাধুরী=Madhuri, মানব=Manab, মানসী=Manasi, মিত্র=Mitra, মিথিলা=Mithila, মিনা=Mina, মিলন=Milan, মিহির=Mihir, মীনাক্ষী=Minakshi, মেঘ=Megh, মেঘা=Megha, মেঘনা=Meghna, মেধা=Medha, মেহেদী=Mehedi, মৈত্রী=Maitri, মহেন্দ্র=Mahendra, মোহিনী=Mohini, মোহন=Mohan, মোহনা=Mohana, মৌসুমী=Mausumi (Mowsumi/Mousumi), মঞ্জু=Manju, মৃত্যুঞ্জয়=Mrityunjay, মৃণাল=Mrinal, মদন=Madan, মৃদুল=Mridul, মৃদুলা=Mridula, মধু=Madhu, মধুসূদন=Madhusudan, মন=Man, মণি=Mani, মনীষ=Manish মনীষা=Manisha, মনোরঞ্জন=Manoranjan, মনোহর=Manohar, মনসা=Manasa, মমতা=Mamata, মহন্ত=Mahant/Mahanth/Mahanta, মহিমা=Mahima, ময়না=Mayna/Maina, ময়ূর=Mayur, ময়ূরী=Mayuri.

যাদব=Yadab, যামিনী=Yamini, যোগী=Yogi, যোগিতা=Yogita, যোগিনী=Yogina, যোগিশ=Yogish, যতীন=Yatin, যতীন্দ্র=Yatindra, যদু=Yadu, যুবরাজ=Yubraj/Yubaraj, যশ=Yash, যশোদা=Yashoda, যশোধর=Yashodhar.

রঘু=Raghu, রাঘব=Raghab, রাজ=Raj, রাজা=Raja, রাজীব=Rajeeb/Rajib, রাজেন্দ্র=Rajendra, রাজন=Rajan, রাধা=Radha, রাধিকা=Radhika, রাম=Ram, রামেশ্বর=Rameshwar, রিধি=Ridhi, রিশা=Risha, রিশব=Rishab, রিয়া=Riya, রুচিতা=Ruchita, রচনা=Rachana, রেখা=Rekha, রেশমা=Reshma, রেশমী=Reshmi, রোহিত=Rohit, রজত=Rajat, রজনী=Rajni/Rajani, রঞ্জন=Ranjan, রত্না=Ratna, রতন=Ratan, রুদ্র=Rudra, রুদ্রাক্ষী=Rudrakshi, রূপক=Roopak/Rupak, রূপা/রুপা=Roopa/Rupa, রূপেশ=Rupesh, রূপল=Rupal, রূপম=Rupam, রূপমা=Rupama, রবি=Rabi, রবীন্দ্র=Rabindra, রমণী=Ramani.

লক্ষ্মী=Lakshmi, লক্ষ্মণ=Lakshman, লাবণ্য=Labanya, লাবনী=Labani, লালন=Lalan, লিখন=Likhan, লিপি=Lipi, লিপিকা=Lipika, লতা=Lata, লতিকা=Latika, ললিতা=Lalita.

শ্রী=Shree/Shri, শ্যাম=Shyam, শ্যামা=Shyama, শ্যামল=Shyamal, শ্যামলী=Shyamali, শেফালি=Shefali, শ্রেয়া=Shreya, শক্তি=Shakti, শঙ্কর=Shankar, শশাঙ্ক=Shashank/Shashanka, শান্ত=Shant/Shanth/Shanta, শান্তা=Shanta, শান্তি=Shanti, শালিনী=Shalini, শিউলি=Shiuli/Sheeuli, শিব=Shib, শিবাজী=Shibajee/Shibaji, শিবানী=Shibani, শিবম=Shibam, শিল্পা=Shilpa, শিশির=Shishir, শীতল=Shital, শীতলা=Shitala, শেখর=Shekhar, শৈব্য=Shaibya, শৈলা=Shaila, শৈলী=Shaili, শৈলেশ=Shailesh, শোভা=Shobha, শুভ=Shubha, শুভম=Shubham, শর্মা=Sharma.

স্নিগ্ধা=Snigdha, স্নেহা=Sneha, সাবিত্রী=Sabitri, স্বপ্ন/স্বপ্না=Swapna, স্বপন=Swapan, স্বাধীন=Swadhin, স্বাগত=Swagat/Swagata, স্বাগতী=Swagati, স্বাগতম=Swagatam, স্বর্ণ/স্বর্ণা=Swarna, স্বরূপা=Swarupa, স্মিতা=Smita, স্মৃতি=Smriti, স্মরণ=Smaran, সুকান্ত=Sukant/Sukanth/Sukanta, সুকান্তী=Sukanti, সুকুমার=Sukumar, সুভা=Subha, সুভাষ=Subhash, সংকল্প=Sankalpa, সাগর=Sagar, সাগরিকা=Sagarika, সাধনা=Sadhana, সাহা=Saha, সিদ্ধার্থ=Siddharth/Siddhartha, সিদ্ধি=Siddhi, সিন্ধু=Sindhu, সূচি=Suchi, সূচিতা=Suchita, সূচিত্রা=Suchitra, সীতা=Seeta/Sita, সীমা=Seema/Sima, সোপন=Sopan, সৌম্য=Saumya (Sowmya/Soumya), সৌরভ=Saurabh (Sowrabh/Sourabh), সুজাতা=Sujata, সুজিত=Sujit, সজন=Sajan, সজনী=Sajani, সজল=Sajal, সজলা=Sajala, সুজয়=Sujay, সুজয়ী=Sujayee, সঞ্চয়িতা=Sanchayeeta, সঞ্জিত=Sanjit, সঞ্জয়=Sanjay, সত্য=Satya, সত্যজিত=Satyajit, সতীশ=Satish, সুদর্শন=Sudarshan, সুদর্শনা=Sudarshana, সুধা=Sudhi, সুধীর=Sudhir, সন্দীপ=Sandip, সন্ধ্যা=Sandya, সুনিতা=Sunita, সুফলা=Sufala, সুব্রত=Subrata, সুবর্ণ/সুবর্ণা=Subarna, সুবল=Subal, সম্পূর্ণা=Sampurna, সুমি=Sumi, সুমিত=Sumit, সুমিত্রা=Sumitra, সমীর=Sameer/Samir, সমর=Samar, সুমন=Suman, সুমনা=Sumana, সূর্য=Surya, সুরজ=Suraj, সবিতা=Sabita, সুরভী=Surabhi, সরলা=Sarala, সরস্বতী=Saraswati, সরসা=Sarasa, সুলভ=Sulabh, সুলভা=Sulabha, সুশান্ত=Sushant/Sushanth/Sushanta, সুশান্তি=Sushanti, সুশীল=Sushil, সুশীলা=Sushila, সুষ্মিতা=Sushmita, সিংহ (সিং)=Singh, সৈকত=Saikat, সরকার=Sarkar.

হিমেন্দ্র=Himendra, হিমেল=Himel, হিরু=Hiru, হিরণ=Hiran, হীরা=Heera/Hira, হেনা=Henna/Hena, হেমাঙ্গী=Hemangi, হেমেন্দ্র=Hemendra, হেমন্ত=Hemant/Hemanth/Hemanta, হৈমন্ত=Haimant/Haimanth/Haimanta, হৈমন্তী=Haimanti, হর্ষিতা=Harshita, হরি=Hari, হরিতা=Harita, হৃদয়=Hriday.

আশ্বিন=Ashwin, আশ্বিনী=Ashwini, ঈশ্বর=Ishwar, উজ্জ্বল=Ujjwal, উজ্জ্বলা=Ujjwala, ঋত্বিক=Ritwik, ঋত্বিকা=Ritwika, ঐশ্বর্য=Aishwarya, দ্বীপ=Dwip, দ্বীজেন্দ্র=Dwijendra, দ্বীপাবতী=Dwipabati, স্বাধীন=Swadhin, স্বপন=Swapan, স্বপ্ন/স্বপ্না= Swapna, স্বর্ণ/স্বর্ণা=Swarna, স্বরূপা=Swarupa, স্বাগতম=Swagatam, সরস্বতী=Saraswati, স্বর্গেশ্বর=Swargeshwar, স্বর্গেশ্বরী=Swargeshwari, স্বর্গানন্দ=Swargananda/Swarganand, বিশ্বাস=
তারকেশ্বর=Tarakeshwar, যুগেশ্বর=Yugeshwar, যুগেশ্বরী=Yugeshwari, রামেশ্বর=Rameshwar, রামেশ্বরী=Rameshwari
[দ্রষ্টব্য: ‘ব’-এর উচ্চারণে ব=B হবে। যেমন— অম্বিকা=Ambika]

স্মরণ=Smaran, স্মৃতি=Smriti, পদ্মা=Padma, লক্ষ্মী=Lakshmi, লক্ষ্মণ=Lakshman, চিন্ময়=Chinmay, চিন্ময়া=Chinmaya, চিন্ময়ী=Chinmayee, তন্ময়=Tanmay

অনন্য/অনন্যা=Ananya, অনিন্দ্য=Anindya, অরণ্য=Aranya, অমূল্য=Amulya, আদিত্য=Aditya, কাব্য=Kabya, কল্যাণ=Kalyan, কল্যাণী=Kalyani, জ্যোতি=Jyoti, জ্যোতিকা=Jyotika, জ্যোতিষ=Jyotish, জ্যোৎস্না=Jyotsna, দিব্য=Dibya, দিব্যানন্দ=Dibyananda/Dibyanand, দিব্যেশ=Dibyesh, দৈব্য=Daibya, পুণ্য=Punya, ব্যাপারী =Byapari, বিদ্যা=Bidya, বিদ্যুৎ=Bidyut, বৈদ্য=Baidya, মৃত্যুঞ্জয়=Mrityunjay, শ্যাম=Shyam, শ্যামল=Shyamal, শ্যামলী=Shyamali , সন্ধ্যা=Sandhya, সত্য=Satya, সত্যজিত=Satyajit, সৌম্য= Saumya (Sowmya/Soumya) চট্টোপাধ্যায়=Chattopadhyay (চ্যাটার্জী/চ্যাটার্জি=Chatterjee), বন্দ্যোপাধ্যায়=Bandyopadhyay (ব্যানার্জী/ব্যানার্জি=Banerjee), মুখোপাধ্যায়=Mukhopadhyay (মুখার্জী/মুখার্জি=Mukherjee), গঙ্গোপাধ্যায়=Gangopadhyay (গাঙ্গুলী/গাঙ্গুলি=Ganguly)।

অনুশ্রী= Anushri/Anushree, অভ্র=Abhra, ইন্দ্রনীল=Indraneel, প্রগতি=Pragati, প্রমিলা=Pramila, প্রজ্ঞা=Pragya, প্রণব=Pranab, প্রণয়=Pranay, প্রতাপ=Pratap, প্রতিক্ষা=Pratiksha, প্রতিজ্ঞা=Pratigya, প্রতিভা=Pratibha, প্রতিম=Pratim, প্রতীক=Pratik, প্রতীন্দ্র=Pratindra, প্রতীপ=Pratip, প্রাচী=Prachi, প্রাপ্তি=Prapti, প্রার্থনা=Prarthana, প্রিয়া=Priya, প্রিয়াঙ্কা=Priyanka, প্রিতম=Pritam, প্রীতি=Priti, প্রেক্ষা=Preksha, প্রেম=Prem, প্রেমা=Prema, প্রেমী=Premi, প্রেরণা=Prerana, প্রেয়সী=Preyasi, প্রদীপ=Pradip, প্রধান=Pradhan, প্রধানী=Pradhani, প্রবীণ=Prabin, প্রবীর=Prabeer, প্রভু=Prabhu, প্রভা=Prabha, প্রভাত=Prabhat, প্রভাতী=Prabhati, প্রমোদ=Pramod, প্রশান্ত=Prashant/Prashanth/Prashanta, প্রশান্তি=Prashanti, প্রসাদ=Prasad, প্রসেন=Prasen, প্রসন্ন=Prasanna, শ্রী=Shree/Shri, শুভ্র=Shubhra

জ্ঞানদা=Gyanda/Gyanada, জ্ঞাননন্দ= Gyananand/Gyanananda, জ্ঞানেন্দ্র=Gyanendra, জ্ঞানেশ্বর=Gyaneshwar, জ্ঞানদেব=Gyandeb, প্রজ্ঞা=Pragya

আরবি-ফারসি নাম

*** মুহাম্মাদ >
মুহাম্মাদ/মুহাম্মদ/মুহম্মদ=Muhammad
মুহামাদ/মুহামদ=Muhamad
মুহমাদ/মুহমদ=Muhmad
মুহাম্মেদ/মুহম্মেদ=Muhammed
মুহামেদ=Muhamed
মুহমেদ=Muhmed
মোহাম্মাদ/মোহাম্মদ/মোহম্মদ=Mohammad
মোহামাদ/মোহামদ/মহামদ=Mohamad

মোহমাদ/মোহমদ/মহমদ=Mohmad

মোহাম্মেদ/মোহম্মেদ=Mohammed

মোহামেদ/মহামেদ=Mohamed

মোহমেদ/মহমেদ=Mohmed

*** আহাম্মাদ >

আহাম্মাদ/আহাম্মদ/আহম্মদ=Ahammad

আহামাদ/আহামদ=Ahamad

আহমাদ/আহমদ=Ahmad

আহাম্মেদ/আহম্মেদ=Ahammed

আহামেদ=Ahamed

আহমেদ=Ahmed

[দ্রষ্টব্য: আরবি মূল শব্দ বা নাম মুহাম্মাদ ও আহাম্মাদ থেকে পরবর্তী রূপগুলো ফারসি ও বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহার হয়েছে। নামের অংশ হিসেবে একই নামে মুহাম্মাদ ও আহাম্মাদ ব্যবহার ঠিক নয়। যেমন- মো. রাজু আহমেদ। এখানে 'মো.' বাদ দিয়ে রাজু আহমেদ ব্যবহার করাই শ্রেয়। আর নামের অংশ হিসেবে মোহাম্মদ/Mohammad/মুহাম্মদ/Muhammad সংক্ষিপ্ত রূপে মো./Md. না ব্যবহার করে পূর্ণ রূপে ব্যবহার করাই ভালো। সংক্ষিপ্ত রূপে মো./Md. বাংলা ভাষায় বিশেষভাবে বাংলাদেশে ব্যবহারের প্রবণতা বেশি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নামের অংশ বিশেষ সংক্ষিপ্ত রূপ মো./Md. নিয়ে পড়তে হচ্ছে বিভিন্ন বিভ্রান্তিতে।]

*** মোসাম্মত

মোসাম্মত এটি একটি উদ্ভট ও অর্থহীন শব্দ। যা নামের অংশ হিসেবে বাংলায় ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। বিভিন্নভাবে এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন— মোসাঃ, মোসাম্মত, মোসাম্মৎ, মোছাঃ, মোছাম্মত, মোছাম্মৎ । অজ্ঞতা বসে অনেকেই এর ব্যবহার করছে। কেউ বলেছে ছেলেরা মোহাম্মদ ব্যবহার করে তাই মেয়েরা মোসাম্মত ব্যবহার করছে। যারা সচেতন তারা ব্যবহার করছে না। এ শব্দটি ব্যবহারের প্রবণতা বাংলাভাষায় বিশেষভাবে বাংলাদেশেই বেশি— অন্য দেশে নেই বললেই চলে।

আইয়ুব=Ayub/Aiyub, আজাম/আজম=Azam, আজহার=Azhar, আদনান=Adnan, আনওয়ার/আনোয়ার=Anwar, আনসার=Ansar, আনসারি=Ansari, আনাম (উর/উল)=Anam (ur/ul), এনাম (উর/উল)=Enam (ur/ul), ইনাম (উর/উল)=Inam (ur/ul), আরশাদ (উর/উল)=Arshad (ur/ul), এরশাদ (উর/উল)=Ershad (ur/ul), ইরশাদ (উর/উল)=Irshad (ur/ul), আইশা/আয়শা/আয়েশা=Aisha/Aysha/Ayesha, আকরাম (উর/উল)=Akram (ur/ul), একরাম (উর/উল)=Ekram (ur/ul), ইকরাম (উর/উল)=Ikram (ur/ul), আখতার=Akhtar, আউয়াল=Awal, আনিস (উর/উল)= Anis (ur/ul), আনিসা= Anisa, আফরান=Afran, আফরানা=Afrana, আব্বাস=Abbas, আবদুল্লাহ=Abdullah, আমিনা=Amina, আমেনা=Amena, আমির=Amir, আমের=Amer, আমিরা=Amira, আদাম/আদম=Adam, আলাম/আলম=Alam, আলমগীর=Alamgir, আলিম=Alim, আলেম=Alem, আলিমা=Alima, আলেমা=Alema, আলিয়া=Alia/Aliya, আলেয়া=Aleya, আশরাফ (উর/উল)=Ashraf (ur/ul), আসগার=Asgar, আসাদ (উর/উল)=Asad

(ur/ul), আসওয়াদ/আসোয়াদ=Aswad, আসমা=Asma, আফসার=Afsar, আফতাব=Aftab, আহসান=Ahsan, ইকবাল=Iqbal, ইজাজ=Izaz, এজাজ=Ezaz, ইবনে=Ibn, উম্মে=Umm, ইমাম=Imam, এমাম=Emam, ইলিয়াস=Ilias/Elias/Iliyas, ইলমাস=Ilmas, ইশরাত=Ishrat, ইস্কান্দার=Iskandar, এস্কান্দার=Eskandar ইহসান=Ihsan, এহসান=Ehsan, ইউনুস=Yunus, ইউসুফ=Yusuf, ইয়াকুব=Yaqub, ইয়াসিন=Yasin, ইয়াসমিন=Yasmin, ইয়াসির=Yasir, ইয়াসমিয়া=Yasmia/Yasmiya, ইয়াহিয়া=Yahia, ইয়াজিদ=Yajid, ইসা/ঈসা=Isah, ইসহাক=Ishaq/Ishak (Isaac), এসহাক=Eshaq/Eshak, উবাইদ/উবায়েদ=Ubaid (ur/ul) (উর/উল),ওবাইদ/ওবায়দ/ওবায়েদ (উর/উল)=Obaid (ur/ul), উমার/উমর=Umar, ওমার/ওমর=Omar, উসামা=Usama, ওসামা=Osama, উসমান=Usman, ওসমান=Osman, ওয়ালিদ=Walid, ওয়ালেদ=Waled, ওয়াসিম=Wasim, ওয়াহাব=Wahab, ওয়াহিদ=Wahid, ওয়াহেদ=Wahed, ওয়াদুদ=Wadud, ওয়াজিদ=Wazid, ওয়াজেদ=Wazed, ওয়ালি=Wali, কারিম/করিম (উর/উল)=Karim (ur/ul), কাসিম/কসিম=Kasin, কাসেম=Kasem, কামাল/কমল=Kamal, খাইর/খায়ের=Khair, খাতিব/খতিব (উর/উল)=Khatib (ur/ul), খাদিজা=Khadija, খাদেজা=Khadeja, খালিদ=Khalid, খালেদ=Khaled, খান (খাঁ)=Khan, গানি/গনি=Gani, গাফফার/গফফার=Gaffar, জয়নাল=Zainal/Jainal, জাফার/জাফর=Jafar, জাব্বার/জব্বার=Jabbar, জারিনা/জরিনা=Jarina, জাসিম/জসিম=Jasim, জাহুর/জহুর=Jahur, জহুরা=Jahura, জহুরুল=Jahurul, জুনাইদ/জুনায়েদ=Junaid, জুবাইদ/জুবায়েদ=Jubaid, জোবায়েদ=Jobaid, জুবাইদা/জুবায়দা=Jubaida, জোবায়দা=Jobaida, জুবাইর/জুবায়ের=Jubair, জোবাইর/জোবায়ের=Jobair, জুহরা=Juhra, জোহরা=Johra, জুলাইখা/জুলেখা=Julaikha, জুলেখা=Julekha, তৈয়ব=Tayyab/Taiyab/Taiab, তাইব/তায়েব=Taib, তাবাসসুম=Tabassum, তাসনিম=Tasnim, তাসলিম=Taslim, তাহির=Tahir, তাহের=Taher, দিলাওয়ার=Dilawar, দেলাওয়ার=Delawar, নাইনা/নায়না=Naina, নাইম/নাঈম=Naim/Naeem, নাজির/নজির=Najir, নাজের/নজের=Najer, নাদিম=Nadim, নাদেম=Nadem, নাবি/নবি=Nabi, নাসিম/নসিম=Nasim, নাসির/নসির=Nasir, নাসের/নসের=Naser, নাসিরন/নসিরন=Nasiran, নিসা=Nisa, নেসা=Nesa, নাহার=Nahar, পাটওয়ারি/পাটোয়ারি=Patwari, ফায়সাল/ফয়সাল=Faisal, ফাতিমা=Fatima, ফাতেমা=Fatema, ফাতিহা=Fatiha, ফাতেহা=Fateha, ফারিদ/ফরিদ (উর/উল)=Farid (ur/ul), ফারহান=Farhan, ফাহমিদা=Fahmida, ফায়াজ=Faiaz, ফয়েজ=Fayez, ফিরুজ=Firuz, ফিরোজ=Firoz, বাইজিদ/বায়জিদ/বায়েজিদ=Baizid, বায়েজিদ=Bayezid, বাকির=Bakir, বাকের=Baker, বাদার/বদর=Badar, বাদের/বদের=Bader, বাদরু/বদরু=Badru, বারিক=Barik, বারেক=Barek, বিলকিস=Bilkis, বিলাল=Bilal, বেলাল=Belal, বুরহান=Burhan, বোরহান=Borhan, বুরহাম=Burham, বোরহাম=Borham, বাশির/বশির=Bashir, বাসির/বসির=Basir, বাকার/বকর=Bakar, বেগম=Begum, মাইমুন=Maimun, মাইশা=Maisha, মাকবুল/মকবুল=Maqbool/Makbul, মুখলেস (উর/উল)=Mukhlesh (ur/ul), মোখলেস (উর/উল)= Mokhles (ur/ul), মুমিন (উর/উল)=Mumin (ur/ul), মোমিন/মমিন (উর/উল)=Momin (ur/ul), মুতি (উর/উল)=Muti (ur/ul), মোতি/মতি (উর/উল)=Moti (ur/ul), মাজিদ/মজিদ=Majid, মাজেদ=Majed, মাতিন/মতিন=Matin, মুফাসসির=Mufassir, মুফাসসের=Mufasser, মোফাসসের=Mofasser, মানসুর/মনসুর=Mansur, মামুন=Mamun, মারিয়াম/মরিয়ম=Mariam, মালিক=Malik, মালেক=Malek, মাসউদ/মাসুদ=Masud, মাহদি=Mahdi, মেহদি=Mehdi, মাহির/মহির=Mahir, মাহজাবিন=Mahjabin, মেহজাবিন=Mehjabin, মাহমুদ (উর/উল)=Mahmud (ur/ul), মিহির=Mihir, মেহের=Meher, মিহির-উন নিসা=Mihir-un Nisa, মিহিরুন নিসা=Mihirun Nisa, মেহেরুন নেসা=Meherun Nesa, মাহফুজ=Mahfuz, মুনাওয়ার=Munawar, মুনির=Munir, মোনির/মনির=Monir, মুবারাক/মুবারক=Mubarak, মোবারক=Mobarak, মুবাশির=Mubashir/Mubasheer, মুবাশিরা=Mubashira/Mubasheera, মুবাশের=Mubasher, মুবাশেরা=Mubashera,

মোবাশির=Mobashir/Mobasheer, মোবাশিরা=Mobashira/Mobasheera, মোবাশের=Mobasher, মোবাশেরা=Mobashera, মুশতাক=Mushtaq, মোশতাক=Mushtaq, মুস্তাফা/মুস্তফা=Mustafa, মোস্তাফা/মোস্তফা=Mostafa, মুমতাজ=Mumtaz, মোমতাজ/মমতাজ=Momtaz, মুহসিন=Muhsin, মুহসেন=Muhsen, মোহসিন/মহসিন=Mohsin, মোহসেন/মহসেন=Mohsen, মাহবুব (উর/উল)=Mahbub (ur/ul), মেহবুব (উর/উল)=Mehbub (ur/ul), মাহবুবা=Mahbuba, মেহবুবা=Mehbuba, মুইন/মুঈন (উর/উল)=Mueen/Muin (ur/ul), মইন/মোইন/মঈন/মোঈন (উর/উল)=Moeen/Moin (ur/ul), মুজিব (উর/উল)=Mujib (ur/ul), মুখতার=Mukhtar, মোখতার=Mokhtar, রুকাইয়া=Rukaiya, রোকাইয়া/রোকেয়া=Rokaiya, রোকেয়া=Rokeya, রুখসানা=Rukhsana, রোখসানা=Rokhsana, রাইস/রইস=Rais, রাইসা/রইসা=Raisa, রাউফ/রউফ=Rauf, রাজিয়া=Rajiya/Rajia, রেজিয়া=Rejiya/Rejia, রাফিক/রফিক=Rafiq/Rafique, রাবিউল/রবিউল=Rabiul, রাবিয়া=Rabia/Rabiya, রাবেয়া=Rabeya, রামিজ/রমিজ=Ramij, রাশিদ/রশিদ (উর/উল)=Rashid (ur/ul), রাহিম/রহিম (উর/উল)=Rahim (ur/ul), রাহিলা/রহিলা=Rahila, রাহেলা=Rahela, রাহমান/রহমান=Rahman, রেহমান=Rehman, রিজওয়ান/রিজোয়ান=Rizwan, রেজওয়ান/রেজোয়ান=Rezwan, রিদওয়ান/রিদোয়ান=Ridwan, রেদওয়ান/রেদোয়ান=Redwan, রিহানা=Rihanna/Rihana, রেহানা=Rehanna/Rehana, রিয়াজ=Riaz, রুশদি=Rushdi, রোশদি=Roshdi, রুস্তম=Rustam, রোস্তম=Rostam, লুকমান=Luqman/Lukman, লোকমান=Loqman/Lokman, লাইলা/লায়লা=Laila, লাতিফ/লতিফ (উর/উল)=Latif (ur/ul), লিসা=Lisa, শাইমা/শায়মা=Saima, শাইখ/শায়খ/শেখ=Shaikh, শেখ=Sheikh, শাকিব=Shakib, শমশের=Shamsher, শাকিরা=Shakira, শামস (উর/উল)=Shams (ur/ul), শারিফ/শরিফ=Sharif, শাহ=Shah, শাহরিয়ার=Shahriar, শাহনাজ=Shahnaj, শুয়াইব/শুয়েব=Shuaib, শোয়াইব/শোয়েব=Shoaib, সাহারা=Sahara, সাহেরা=Sahera, সাখাওয়াত=Sakhawat, সিরাজ (উর/উল)=Siraj (ur/ul), সাইদ/সাঈদ/সায়েদ (উর/উল)=Saeed/Said (ur/ul), সাইদী/সাঈদী=Saidi/Saeedi, সায়েদ=Sayed, সায়েদী=Sayedi, সৈয়দ=Syed, সাইফ=Saif, সাইফুর/সইফুর/সৈফুর=Saifur, সাইফুল/সইফুল/সৈফুল=Saiful, সাইম/সাঈম/সায়েম=Saeem/Saim, সায়েম=Sayem, সাকিনা/সকিনা=Sakina, সাদ=Saad, সাদির=Sadir, সাদের=Sader, সাদিয়া=Sadia/Sadiya, সাবিনা=Sabina, সামি (উর/উল)=Sami (ur/ul), সারওয়ার/সরওয়ার/সারোয়ার/সরোয়ার=Sarwar, সালাহ=Salah, সালেহ=Saleh, সালিম/সলিম=Salim, সেলিম=Selim, সিয়াম=Siam/Siyam, সিফাত=Sifat, সাফি=Safi, সাফিয়া=Safia/Safiya, শাফি/শফি=Shafi, শাকিক/শফিক (উর/উল)=Shafiq (ur/ul) সুফিয়া=Sufia/Sufiya, সুফিয়ান=Sufian/Sufiyan, সুবহান=Subhan, সোবহান=Sobhan, সুমাইয়া=Sumaiya, সুরাইয়া=Suraiya, সুলাইমান/সুলায়মান/সুলেমান/সুলেমন=Sulaiman, সোলায়মান/সোলেমান/সোলেমন=Solaiman, সুলতান=Sultan, সুলতানা=Sultana, সুহাইল/সুহেইল/সুহেল=Suhail, সোহাইল/সোহেইল/সোহেল=Sohail, সুহরাব=Suhrab, সোহরাব=Sohrab, হাক/হক=Haq/Haque, হাই=Hai, হাইফা=Haifa, হাইদার/হায়দার=Haidar, হাদি (উর/উল)=Hadi (ur/ul), হাফিজ (উর/উল)=Hafiz (ur/ul), হাফেজ (উর/উল)=Hafez (ur/ul), হাফসা=Hafsa, হাবিব/হবিব (উর/উল)=Habib (ur/ul), হামিদ (উর/উল)= Hamid (ur/ul), হামেদ (উর/উল)=Hamed (ur/ul), হারিস/হরিস=Haris, হারুন=Harun, হারুনুর=Harunur, হিলাল=Hilal, হেলাল=Helal, হিদায়ত=Hidayat, হাসান=Hassan/Hasan, হাসেন=Hassen/Hasen, হেদায়ত=Hedayat, হুমাইয়া=Humaiya, হোমাইয়া=Homaiya, হুমাইরা/হুমায়রা=Humaira, হুসাইন/হুসেইন/হুসেন=Hussain, হুসেইন/হুসেন=Hussein, হোসাইন/হোসেইন/হোসেন=Hossain, হোসেইন/হোসেন=Hossein.

বাংলায় প্রচলিত ইংরেজি নাম

অরেঞ্জ=Orange, আইরিন=Irene, আপেল=Apple, ইভা=Eva, এলিনা=Elina, কুইন=Queen, কিং=King, জ্যাক=Jack, জ্যাকি=Jacky, জিওন=Xeon, জিমি=Jimmy, জেমি=Jamie, জেমস=James, জেরি=Jerry, জেরিন=Zarine, জেলি=Jelly, জেসি=Jassie/Jasse, জেসমিন=Jasmine, জোলি=Jolie, জন=John, জনি=Johnny, জুলি=Julie, জুলিয়া=Julia, জয়=Joy, জুয়েল=Jewel, টাইগার=Tiger, টিনা=Tina, টনি=Tony, টমি=Tommy, ডিউক=Duke, ডেভিড=David, ডলার=Dollar, ডলি=Dolly, নিউলি=Newly, নেন্সি/ন্যান্সি=Nancy, পাইলট=Pilot, প্রিন্স=Prince, পিউ=Pew, পপি=Popy, পল=Paul, পিংকি=Pinky, ফেন্সি=Fancy, ব্লু=Blue, বিউটি=Beauty, বেবি=Baby, বেলি=Belly, ববি=Bobby, বুলেট=Bullet, ভিকি=Vicky, মাইলস=Miles, মিনি=Mini, মিমি=Mimi, মেরি=Mary/Merry, মেরিনা=Marina, মোনালিসা=Mona Lisa, মুন=Moon, রেইনি=Rainy, রকি= Rocky, রকেট=Rocket, রাসেল=Russell, রিকি=Ricky, রোজি=Rosy, রোমান=Roman, রোমিও=Romeo, রনি=Rony/Ronny/Ronnie, রুনি=Rooney, রবিন=Robin, রুমান/রুমন=Ruman, রয়=Roy, রয়েল/রয়্যাল=Royal, লাকি=Lucky, লাভলি=Lovely, লায়ন=Lion, লিওন=Leon, লিজা=Liza, লিলি=Lily, লুসি=Lucy, সুইট=Sweet, সুইটি=Sweety, সানি=Sunny, সায়মন=Simon, সোনিয়া=Sonia, হবি=Hobby, হ্যাপি=Happy.

[দ্রষ্টব্য: দেশি বানান বা নামে ‘ছ=Chh’ হবে। আমরা অনেকেই বিদেশি বানানে ‘ছ’ ব্যবহার করি। বিশেষ করে) ٹসা), س (সিন) ও) صসোয়াদ) দ্বারা গঠিত শব্দে বা বানানে ভুলবশত ছ ব্যবহার করি। মূলত) ٹসা), س (সিন) ও) صসোয়াদ)-এর স্থলে বাংলায় ‘স’ হবে। আমাদের অবশ্যই দেশি-বিদেশি শব্দ বা নাম সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। আরবি ও ফারসি থেকে আগত মূল শব্দগুলোতে আ-কার থেকে অ-কারে ইংরেজি প্রতিবর্ণীকরণে A ব্যবহার হবে। যেমন— বাকার>বকর=Bakar, মাজিদ> মজিদ=Majid ইত্যাদি। ই/ই-কার থেকে এ/এ-কার এবং উ/উ-কার থেকে ও/ও-কার উভয়ই ব্যবহৃত হয়। যেমন— ইরশাদ=Irshad> এরশাদ=Ershad, ফাতিমা=Fatima> ফাতেমা=Fatema, কাদির=Kadir> কাদের=Kader, উমার/উমর=Umar> ওমর=Omar, মুহাম্মাদ/মুহাম্মদ=Muhammad> মোহাম্মাদ/মোহাম্মদ=Mohammad ইত্যাদি। আরবি-ফারসি নামের শেষে আ-কার যোগে স্ত্রীবাচক নাম হয়। যেমন— আনওয়ার/আনোয়ার=Anwar> আনওয়ারা/আনোয়ারা=Anwara ইত্যাদি। বাংলায় প্রতিবর্ণীকরণে বানান দু রীতিতে ব্যবহার হয়—
১. গঠনরীতি: শিক্ষা=Shiksha, পরীক্ষা=Pariksha, লক্ষ্মী=Lakshmi, পদ্মা=Padma, ক্ষত্রিয়=Kshatriya
২. উচ্চারণরীতি: শিক্ষা=Shikkha (সহজে বোঝানোর ক্ষেত্রে অর্থাৎ চলনশীল। যা ব্যাকরণভিত্তিক বা লিখিত রূপে ব্যবহার করা হয় না। বলা যায়, মোবাইলে এসএমএস বা চ্যাটিং করতে সহজে আমরা যেভাবে লিখি। যেমন— কাল আমার পরীক্ষা=Kal Amar Porikkha। নাম বা বানানের জন্য গঠনরীতি অনুসরণ করতে হবে। আমাদের দেশে অধিকাংশ শিক্ষকই এ সম্পর্কে জানেন না। ফলে শিক্ষার্থীদের নাম প্রতিবর্ণীকরণে ভুলের হওয়ার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।)

নাম হিসেবে প্রতিবর্ণীকরণ প্রতিটি ভাষারই আছে। কিন্তু এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো প্রতিবর্ণীকরণের ফলে শব্দের অর্থবোধ হারিয়ে ফেলে বা, অর্থের পরিবর্তন ঘটে। এতে ভিনভাষীদের কাছে শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ দেখতে পারেন: Click This Link]

তারিখ ব্যবহারের কিছু নিয়ম

প্রতিষ্ঠানের প্যাডে তারিখ ব্যবহারের ক্ষেত্রে:

১. স্মারক নং-_____তারিখ: ১২ ডিসেম্বর ২০১২

২. স্মারক নং-_____তারিখ: ১২ই ডিসেম্বর ২০১২

৩. স্মারক নং-_____তারিখ: ডিসেম্বর ১২, ২০১২

৪. স্মারক নং-_____তারিখ: ১২/১২/২০১২ খ্রি.

৫. স্মারক নং-_____তারিখ: ১২/১২/২০১২

মার্কিন পদ্ধতি (৩) ছাড়া তারিখের মধ্যে কমা ব্যবহার করা যাবে না। মাসের নাম উল্লেখ থাকলে খ্রি. ব্যবহার না করলেও হয়। বর্ণনামূলক বাক্যে খ্রি. পর 'তারিখ/সাল' শব্দটি ব্যবহার না করাই ভালো। খ্রি. ব্যবহার না করলে 'তারিখ/সাল' শব্দটি ব্যবহার করা যাবে। যেমন— ১২/১২/২০১২ খ্রি. থেকে ১৬/১২/২০১২ খ্রি. পর্যন্ত। অথবা, ১২/১২/২০১২ তারিখ থেকে ১৬/১২/২০১২ তারিখ পর্যন্ত। বা, ১২ ডিসেম্বর ২০১২ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত। বা, ডিসেম্বর ১২, ২০১২ থেকে ডিসেম্বর ১৬, ২০১২ পর্যন্ত। একইভাবে বাংলা ও আরবি তারিখ/সালের ক্ষেত্রে। বাংলায় তারিখ বা সাল হিসেবে ব্যবহার হবে বঙ্গাব্দ এবং আরবিতে হিজরি।

[দ্রষ্টব্য: তারিখে -রা, -শে, -ই, -ঠা একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন— ২১শে ফেব্রুয়ারি।]

মার্কিন পদ্ধতিতে আবেদনপত্র লেখার সময় অবশ্যই তারিখ ওপরে লিখতে হবে। তারিখ/Date শব্দটি উল্লেখ করা হয় না। বরাবর/To ব্যবহার হবে না। লাইনের শুরুতে ট্যাব ব্যবহার হবে না এবং সর্বত্রই বাম দিকে থাকবে। যেমন—

জানুয়ারি ১২, ২০১২
ম্যানেজার
জনতা ব্যাংক লিমিটেড
মিরপুর শাখা, ঢাকা

খামের ওপর প্রেরক, প্রাপক/ From, To ব্যবহার হবে।

বিদেশি শব্দের কিছু ভুল উচ্চারণ ও ব্যবহার

বিদেশি শব্দ > শুদ্ধ উচ্চারণ > ভুল উচ্চারণ বা ব্যবহার

Eucalyptus > ইউক্যালিপ্‌টাস > ইউক্যালেপটার (গাছ)

Symphony > সিম্ফনি > স্যাম্ফনি (একটি ফোনের নাম। অর্থ হচ্ছে মিল, সঙ্গতি, শব্দসঙ্গতি ইত্যাদি)

Heliport > হেলিপোর্ট > হ্যালিপোড (যে স্থানে হেলিকপ্টার ওঠা-নামা করে)

Renew > রিনিউ > রেনু (নবায়ন)

বিভ্রান্তিকর কিছু ইংরেজি শব্দের বাংলা ব্যবহার দেখানো হলো:

Ad (অ্যাড)=বিজ্ঞাপন, Add (অ্যাড)=সংযোগ/যোগ করা, Registrar (রেজিস্ট্রার)=নিবন্ধক/নিবন্ধরক্ষক, Register (রেজিস্টার)=নিবন্ধন, Registration (রেজিস্ট্রেশন)=নিবন্ধন, Registered (রেজিস্টার্ড)= নিবন্ধভুক্ত, Word (ওয়ার্ড)=শব্দ, Ward (ওয়ার্ড)=ওয়ার্ড/কারাকক্ষ, Angel (অ্যাঞ্জেল)=দেবদূত, Angle (অ্যাঙ্গেল)=কোণ।